NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভাষানীতি রূপায়ণে কীভাবে এগোচ্ছে কেন্দ্র

ফের পিছল কয়লা-কাণ্ডের চার্জ ফ্রেম গঠনের দিন ৫

কলকাতা ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.11.2024, Vol.18, Issue No. 165 8 Pages, Price 3.00

অধিবেশন শুরুর আগে মোদির তিরে বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: ফের কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে সংসদ ভবনের বাইরে বক্তৃতা করেন তিনি। নিজের বক্তব্যে শীতকালীন অধিবেশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, '২০২৪ সালে এটাই সংসদের শেষ অধিবেশন।' সব সাংসদকে এই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তার পরেই প্রথমে নাম না-করে, তার পর নাম করেই বিরোধীদের তোপ দাগেন মোদি। বলেন, 'সংসদে সাংসদদের বলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন কয়েক জন। এঁরাই সংসদে হাঙ্গামা বাধাচ্ছেন। ফলে বলার সুযোগ পাচ্ছেন না নতুন সাংসদেরা। সংসদের নিয়ন্ত্রণ এই সাংসদেরা হাতে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।' নাম না-করলেও স্পষ্ট যে, মোদি বিরোধী সাংসদদের দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

পরে অবশ্য নাম করেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংসদে জনগণের স্বার্থে কিছু বলেন না বিরোধীরা। মানুষ তাদের (বিরোধীদের) বার বার প্রত্যাখ্যান করছেন। গণতন্ত্রের শর্তই হল আমরা মানুষের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাব এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করব।' মোদি অবশ্য বিরোধী সাংসদদের একাংশের প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেন, 'বিরোধী সাংসদদের কেউ কেউ সংসদে দায়িত্বশীল আচরণ করেন। তাঁরা চান সংসদের কাজ মসৃণ ভাবে পরিচালিত হোক। কিন্তু যাঁরা মানুষের দ্বারা বার বার প্রত্যাখ্যাত, তাঁরা সঙ্গীদের বক্তব্যও উপেক্ষা করেন।' মনে করা হচ্ছে, এই মন্তব্য করে বিরোধী জোটে ফাটল ধরাতে চেয়েছেন মোদি। মূলত কংগ্রেসকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে ছাড় দিতে চেয়েছেন বিরোধী জোটে থাকা শরিক দলগুলিকে।

অধিবেশন শুরুতেই আদানি ইস্যুতে মুলতুবি সংসদ

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই মুলতুবি হয়ে গেল রাজ্যসভা। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই আদানি ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে হইচই বাঁধান বিরোধীরা। তার জেরে প্রথমে একঘণ্টার জন্য রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয়। পরে জানা যায়, আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মুলতুবি থাকবে সংসদের উচ্চকক্ষের অধিবেশন। অন্যদিকে, দুদিনের জন্য মুলতুবি হয়েছে লোকসভার অধিবেশনও। সোমবার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই বলেন, 'মুষ্টিমেয় কিছু লোক গুন্ডামি করে সংসদকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। সংসদের কার্যকলাপ বন্ধ করে তাঁদের লাভ কিছুই হয় না, যেটা হয় তা হল জনতা ওদের থেকে আরও দূরে সরে যায়।' নাম না করে বিরোধীদেরই নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী।মোদির এই ভাষণের পরেই আদানি ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে সংসদে সুর চড়ান বিরোধী দলের সাংসদরা। স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। তার পরেই সারাদিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন। আজ সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ যৌথ অধিবেশনে বসবে সংসদের দুই কক্ষ। ফলে আলাদা করে দুই কক্ষে অধিবেশন হবে না। আগামী বুধবার সকাল ১১টার সময়ে ফের অধিবেশন শুরু হবে লোকসভা এবং রাজ্যসভায়। উল্লেখ্য, সংসদের কাজকর্ম যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য বিরোধী শিবিরের কাছে সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সর্বদল বৈঠকেও বিরোধীদের সহযোগিতা চাওয়া হয় সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু শীতকালীন অধিবেশনে একাধিক ইস্যুকে হাতিয়ার করতে চলেছে বিরোধীরা। আদানির ঘুষ কেলেঙ্কারি, মণিপুর, যৌথ সংসদীয় কমিটিতে গায়ের জোরে নিয়ম ভেঙে ওয়াকফ বিল পাশ করিয়ে নেওয়া, দিল্লির ভয়ানক দূষণ- সমস্ত কিছু নিয়েই সরব হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রাহুল গান্ধিদের। তবে অধিবেশনের প্রথম দিনেই আদানি ইস্যুতে আলোচনার বদলে মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের দুই কক্ষ।

দলের শৃঙ্খলারক্ষায় ৩ কমিটি তৈরি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটের আগে দলীয় শৃঙ্খলাকে আরও মজবুত করতে উদ্যোগী হল তৃণমূল কংগ্রেস। তৈরি করা হল তিনটি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তৈরি করেছে। সোমবার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ-সহ সকলে। বৈঠকে সংগঠনের একাধিক পদে রদবদল ঘটান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ম সমিতির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, বিমান বন্দোপাধ্যায়, মানস ভূঁইয়া, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালা রায় এবং জাভেদ খান নতুন জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পার্লামেন্ট শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়ান, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাদিমুল হক। বিধানসভাকমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম,চ ন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দেবাশিস কুমার। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র যাঁরা হবেন, তার কো -অডিনেট করবেন অরূপ বিশ্বাস। দিল্লিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা বলবেন, সেই মুখপাত্ররা হলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেরেক ও 'ব্রায়ান, সাগরিকা ঘোষ, কীর্তি আজাদ, সুস্মিতা দেব। দলের হয়ে অর্থনৈতিক বিষয় বক্তব্য পেশ করতে পারবেন অমিত মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শিল্প বিষয় বক্তব্য রাখতে পারবেন শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিষয়ক দলীয় বক্তব্য পেশ করার জন্য নাম মনোনীত হয়েছে গৌতিম দেব, উদয়ন গুহ ও প্রকাশ চিকের। ঝাড়গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

চা বাগান সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করার জন্য মনোনীত হয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। সার্বিক ইস্যুতে দলের হয়ে যারা বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন তারা হলেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভূঁইয়া, কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা, সুমন কাঞ্জিলাল ও মলয় ঘটক। তবে রাজ্যের সার্বিক বিষয়ে সকলেই অর্থাৎ যারা নির্বাচিত মুখপাত্র তারা বক্তব্য রাখতে পারবেন বলে জানান, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অপরাজিতা বিল প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'আইনের আকার ধারণ করেনি অপরাজিতা বিল। আইন বলবৎ হোক চাইছি, এর জন্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস ৩০ নভেম্বর ব্লকে ব্লকে ৪ টে থেকে মিছিল করবে। ১ ডিসেম্বর ২-৪ টে এই সময়ে সব ব্লকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ধর্না, মিটিং হবে। রাষ্ট্রপতির কাছে ১০ ডিসেম্বরের পর সময় চাওয়া হবে, ডেলিগেশন যাবে অপরাজিতা বিল আইন হিসেবে অতি দ্রুত প্রয়োগ করার দাবি নিয়ে। জেলায় জেলায় মানুষের সাথে মানুষের পাশে কর্মসূচি এবার গ্রহণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। মূল্যবৃদ্ধি, সারের মূল্যবৃদ্ধি, আবাসের টাকা, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবি তোলার পাশাপাশি বেকারত্ব নিয়ে আলোচনার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস সড়ক হবে পার্লামেন্ট।' মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, দলে শৃঙ্খলা ধরে রাখতে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি যদি কাউকে পরপর তিনটি শোকজ নোটিস পাঠায় এবং সে কোনও জবাব না দেয় তবে সংশ্লিষ্ট দলের কর্মীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

হেমন্তর শপথে থাকছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটেয় দ্বিতীয়বারের জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হেমন্ত সোরেন। সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবন নয়, অনুষ্ঠান হবে হাজার হাজার মানুষের সামনে। সেই অনুষ্ঠানে হেমন্তর পাশে দেখা যাবে তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যেখানে বাংলার উপনির্বাচনে ৬টির মধ্যে ৬টিতেই জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, সেখানে সদ্য মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে কংগ্রেস। ১০২টি আসনে লড়ে হাত শিবির জয় পেয়েছে মাত্র ১৬টিতে। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ডে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম নেতা হেমন্তর শপথে মমতা উপস্থিতি যেন তাঁকেই নতুন করে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে তুলে ধরবে। কেননা বিজেপির সঙ্গে সম্মুখ সমরে যেভাবে কংগ্রেস বার বার মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেখানে ঘাসফুল শিবির ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে পদ্ম শিবিরকে। ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মোদির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রধান বিরোধী নেত্রী হিসাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়েছে।

৮০ হাজার ছাড়াল সেনসেক্স

■ মহারাষ্ট্রে 'মহাজুটি' জোট জিততেই ছুটল শেয়ার বাজার। সপ্তাহের প্রথম দিনেই ৮০ হাজার ছাড়াল সেনসেক্স। প্রায় হাজার পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এই স্টক সূচক। ৬ নভেম্বর শেষবার ৮০ হাজার পেরিয়েছিল সেনসেক্স। অন্য দিকে নিফটি চড়েছে ৩১৪ পয়েন্ট। বাজারের এই রকেট গতির নেপথ্যে বিজেপি-শিন্ডে-অজিত পাওয়ায় বিপুল আসন জয়কেই দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সোমবার, ২৫ নভেম্বর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) খোলার সময়ে ৮০,১৯৩.৪৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল সেনসেক্স। দিনের শেষে সামান্য নেমে ওই সূচক ৮০,১০৯.৮৫ পয়েন্টে চলে আসে। এ দিন ৯৯২.৭৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে সেনসেক্স। শতাংশের নিরিখে যা ১.২৫। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০, ৪৭৩.০৮ পয়েন্টে উঠেছিল বিএসইর সূচক।

জামিন পেলেন অর্পিতা

■ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতার বিচার ভবন তাঁকে জামিন দিয়েছে। ২০২২ সালের ২২ জুন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ এবং অর্পিতা। প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ার পরেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অর্পিতা। সেই গ্রেপ্তারির ৮৫৭ দিন পর জামিনে ছাড়া পেলেন তিনি। যদিও পার্থের জামিন মামলা এখনও ঝুলে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

শিশুকে ধর্ষণ করে খুন

■ গুড়াপ বাবার কাছে মাংস খাওয়ার বায়না করেছিল পাঁচ বছরের শিশু। মেয়েকে রেখে মাংস কিনতে বাজারে গিয়েছিলেন বাবা। পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট, বাবা ফিরে এসে দেখেন, ঘরে মেয়ে নেই। শুরু হয় খোঁজ। খুব স্বাভাবিকভাবেই আশপাশের বাড়িগুলিতে খোঁজ করছিলেন বাবা। এক প্রতিবেশীর বাড়িতে মশারি জড়ানো অবস্থায় পড়ে ছিল পাঁচ বছরের মেয়ের দেহ। পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

বাংলাদেশে গ্রেপ্তার ইসকনের চিন্ময় প্রভু

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর: বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই একের পর এক সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে পালটা প্রতিবাদে পথে নামতে দেখা গিয়েছে হিন্দুদের। এবার নিপীড়িত হিন্দুদের মুখ চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করা হল ঢাকা বিমানবন্দর থেকে। তিনি ইসকন পুণ্ডরিক ধামের সভাপতি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বাংলাদেশে মুসলিম কট্টরপন্থীরা চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। দাবি করেছিল নিষিদ্ধ করা হোক ইসকনকে। না হলে ধরে ধরে হত্যা করা হবে ইসকন ভক্তদের। সোশাল মিডিয়ায় এই হুমকির কথা জানিয়ে ভারত ও আমেরিকার হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন ইসকনের এক সদস্য। তারও আগে গত ৫ নভেম্বর ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে ফেসবুকে

পোস্ট করেন চট্টগ্রামের এক মুসলিম ব্যবসায়ী। ইসকনকে 'জঙ্গি সংগঠন'-এর তকমা দেন তিনি। যার পরই স্থানীয় হিন্দুদের বিক্ষোভে কার্যত রণক্ষেত্রের রূপ নেয় চট্টগ্রাম। বাড়িতে ঢুকে হিন্দুদের মারধর ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশ সেনা ও পুলিশের বিরুদ্ধে। এর পর ওঠে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি। পালটা আন্দোলনে নেমেছে হিন্দুরাও। গত শুক্রবার রংপুরে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে তারা। সেখানেই বক্তব্য রাখতে দেখা গিয়েছিল চিন্ময় প্রভুকে। হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। যদিও তিনি এও বলেছিলেন, চট্টগ্রামে তিনটি মন্দির ভাঙার চেষ্টা হলে সেগুলিকে রক্ষায় সাহায্য করেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরাও।

কেন্দ্রের ওয়াকফ বিলের আঁচ বাংলার বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংসদে পেশ করা ওয়াকফ সংশোধনী বিল (২০২৪) নিয়ে এ বার সরগরম থাকতে পারে রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। বাংলার বিধানসভায় তার ইঙ্গিত মিলেছে সোমবার অধিবেশন শুরুর দিনেই। ওই সংশোধনী বিলের প্রথম থেকেই বিরোধিতা করছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চলতি শীতকালীন অধিবেশনে বিধানসভায় এই সংক্রান্ত একটি বিল পেশ এবং পাশ করাবে তাঁর সরকার। তবে সেটি বিল না কি প্রস্তাব আকারে আনা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে যে আকারেই আনা হোক না কেন, বিজেপি তার বিরোধিতা করবে বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হওয়া নদিয়ার পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে এই প্রথম বিধানসভার অধিবেশনে ছিলেন। তবে প্রথম দিনের সভা সেই অর্থে নিরুত্তাপই ছিল। তবে

আগামী দিনে উত্তাপ যে বাড়তে পারে তার ইঙ্গিত মিলেছে। বিজেপি সূত্রে খবর, এ বার রাজ্য সরকারের সঙ্গে আর তাল মিলিয়ে চলবে না তারা। গত বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে শাসকদলের বিধায়ক যখন রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গেয়েছিলেন, তখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপি বিধায়কেরা। এ বার বিজেপি সেই সৌজন্য যে দেখাবে না, তার ইঙ্গিত মিলেছে। বরং ওয়াকফ সংশোধনী বিল, নতুন ছয় বিধায়কের শপথগ্রহণের মতো বিষয়ে মমতার সরকারের বিরোধিতার পথে হাঁটবে তারা। বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শঙ্কর ঘোষ সোমবার বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে স্থির হয়েছে, বিধানসভার এই অধিবেশনে নতুন বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হলে সেখানে বিজেপি বিধায়কেরা থাকবেন না। অন্যদিকে, সোমবার শাসকদলের বিধায়কেরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে গিয়ে অধিবেশন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। শীতকালীন অধিবেশনে কী কী বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হবে, আলোচনা হবে, তা নিয়েও কথা হয়েছে। মোদির সরকার যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল (২০২৪) এনেছে, তার প্রতিবাদে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলকে সমাবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা। আগামী ৩০ নভেম্বর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে এ নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করেছেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

পার্থে ক্যাঙ্গারু বধ করে প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার

পার্থ, ২৫ নভেম্বর: এভাবেও ফিরে আসা যায়! এভাবেও ঘুরে দাঁড়ানো যায়! টিম ইন্ডিয়া দেখিয়ে দিল সবই সম্ভব। ঘরের মাঠে চুনকামের লজ্জায় মুখ ঢাকার পরে অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরে দাঁড়াল ভারত। সিরিজে তিন ম্যাচ হতশ্রী হারের পরও শত্রুপক্ষের মাটিতে নেমেও সিংহ শিকার করা সম্ভব।

পার্থ টেস্ট যে এভাবে দিক পরিবর্তন করবে, তা কি কেউ আগে ভেবেছিলেন! প্রথম ইনিংসে ভরাডুবি। কিন্তু বুমরাহ-সিরাজরা হয়তো অন্যকিছু ভেবেছিলেন। আর সেই কারণেই ভারত ১৫০ রানে শেষ হয়ে গেলেও অজিদের ১০৪ রানে মুড়িয়ে দেন ভারতের বোলাররা। তারপরই দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী-বিরাটরা গড়লেন রানের ইমারত। ৫৩৩ রানে এগিয়ে থেকে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ভারত। পাহাড় প্রমাণ রানের বোঝায় চাপা পড়ে অজিরা। বল হাতে আগুন ঝরালেন বুমরাহ-সিরাজ। যাতে প্রমাণিত বিদেশের মাটিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো বোলিং শক্তি রয়েছে এই টিম ইন্ডিয়ার। ভারতের বিরুদ্ধে লড়লেন কেবল ট্রাভিস হেড (৮৯)। ভুলে গেলে চলবে না, পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপে হেড একাই ভারতের সাজঘর থেকে ম্যাচ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন মিচেল মার্শও (৪৭)। কিন্তু তার পর আর কে লড়াই করলেন! লড়াই করার মতো আর কেইবা অবশিষ্ট ছিলেন! চা পানের বিরতির সময়ে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৮ উইকেটে ২২৭ রান। বাকি দুই উইকেট ফেলা ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। পারথ টেস্ট ভারত জিতে নিল ২৯৫ রানে। ২৩৮ রানে শেষ হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। বুমরাহ ও সিরাজ তিনটি করে উইকেট নেন। ওয়াশিংটন সুন্দরের ঝুলিতে দু'টি উইকেট। হর্ষিত রানা ও নীতীশ রেড্ডি একটি করে উইকেট নেন। ম্যাচে আটটি উইকেট বুমরার ঝুলিতে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে মাটি ধরিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে নয়া এক বার্তা দিয়ে গেল ভারত। নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা নেই, নামী ব্যাটাররা ফর্মে ছিলেন না। নিন্দুকদের আক্রমণে রক্তাক্ত হতে হয়েছিল। তিন টেস্টের সিরিজ হেরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট জোগাড় করার সমীকরণ রীতিমতো কঠিন হয়ে গিয়েছিল। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে জিততে হবে চারটিতে। আর একটিতে ড্র। ফিরে আসার জন্য দারুণ এক মঞ্চ খুঁজছিল ভারত। স্যার ডনের দেশে নিন্দুকদের জবাব দিলেন বুমরা-কোহলিরা। শুধু তাই নয়, এই জয়ের পাশাপাশি তৈরি হল বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ডও। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটি ভারতের সবথেকে বড় ব্যবধানে জয়। এর আগে ১৯৭৭ সালে মেলবোর্ন ২২২ রানে জিতেছিল ভারতীয় দল। এবার টিম ইন্ডিয়া জিতল ২৯৫ রানে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে মিলিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি ভারতের দ্বিতীয় বড় জয়। ২০০৮ সালে মোহালিতে ৩২০ রানে জিতেছিল ভারত। এবার মার্জিন ২৯৫ রানের। দেশের বাইরে এটি ভারতের দ্বিতীয় সবথেকে বড় ব্যবধানে জয়। ২০১৯ সালে ক্যারিবিয়ান সফরে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩১৮ রানে হারিয়েছিল ভারতীয় দল। পার্থ জয় জায়গা করে নিল ঠিক তার পরেই।

এর আগে কোনও বিদেশি দল পারথের অক্টাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি। ভারত প্রথম দল হিসেবে ফের একবার ভাঙল অস্ট্রেলিয়ার অভেদ্য গড়।পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের হয়ে ওপেনিং জুটিতে ২০১ রানের পার্টনারশিপ করেন কেএল রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। যা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি। কথায় বলে, শুরু দেখে বোঝা যায় দিন কেমন যাবে। অস্ট্রেলিয়ার এই গ্রীষ্মে কামিন্স-স্মিথদের আরও সমস্যায় ফেলবে ভারত। পার্থ টেস্ট সেই ইঙ্গিতই বোধহয় দিয়ে গেল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৮২ নং এফিডেভিট বলে Shrikanta Malik S/o. Dulal Malik ও Srikanta Malik S/o. D. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৮৬ নং এফিডেভিট বলে Shashi Kumar Choudhary S/o. Chandra Shekhar Chowdhuri ও Sashi Kr Choudhary S/o. C. S. Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৮৫ নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Kumar Halder S/o. Shiharan Halder ও Sanjoy Halder S/o. S. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭১২ নং এফিডেভিট বলে Sk. Nuruddin ও Sk Nuruddin Sekh S/o. Golam Mahiuddin Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Akshoy Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Chandra Santra ও P. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৬৯৮ নং এফিডেভিট বলে Muktar Ali ও Sk Muktar Ali S/o. Md Hanif R/o. Bantika, Boinchi, Pandua, Hooghly-712134 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Suraiya Parveen.

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৮২৮ নং এফিডেভিট বলে Mohammed Imran Uddin Mondal S/o. Mohammed Sarifuddin Mondal, Md Imranuddin S/o. Md Sharifuddin & Mohmed Sarifuddin R/o. Damdama, Ayma Nababpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Parthasarathi Das S/o. Durgadas Das ও Dr Parthasarathi Das S/o. Lt. D. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৭৪ নং এফিডেভিট বলে Sekh Nurul Islam S/o. Sekh Anowar Ali ও Sk Nurul Islam S/o. Anoyer সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৫৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinal Kanti Sur ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Pijush Sur ও Lt. P. K. Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৮২৯ নং এফিডেভিট বলে Sk Sahauddin S/o. Sk Arifuddin, Sahauddin S/o. Arif Uddin & Arif Shaikh R/o. Damdama, Ayma Nababpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, GOUTAM DAS S/o Late Amar Chandra Das, aged about 62 years, residing at Paul Para, Ghosh Para, Bally, Howrah-711227 have changed my name and shall henceforth be known as GOUTAM KUMAR DAS as declared before the First Class Judicial Magistrate, Calcutta, vide Affidavit No. 3044 dated 21st November, 2024 **"GOUTAM DAS"** and **"GOUTAM KUMAR DAS"** both are same and identical person

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ মুক্ত, পিতা মৃত ইয়াকুব সেখ সাং কাজীপাড়া বৈদ্যবাটি, জেলা হুগলির বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৮ নং চর কণ্ঠশালী মৌজার এল আর ৭০০৬ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ২৩৪৯ নং দাগের ১৬.৫০ শতক ও ২৩৫০ দাগের ২১.৩৯ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর শ্রীরামপুর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১১১৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং কাজীপাড়া, জেলা হুগলি নিবাসী সেখ সুকচাঁদ, পিতা ইয়াকুব সেখ ও সাং তিন্না, জেলা হুগলি নিবাসী জারিফা বিবি, স্বামী সেখ মুজিবর রহমান এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৬/০৪/২০২৪ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৭৭৯ নং দলিল দ্বারা সাং চরকণ্ঠশালী, জেলা নদীয়া নিবাসী লালমিয়া সেখ, পিতা ফরিদ আলি সেখ কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি সজনী পাল, স্বামী শ্রী সুনিল কুমার পাল, সাং কৃষ্ণনগর চাষাপাড়া, সাহাগিনীর বাগান, পোঃ ও থানা - কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১। বিগত ইং ২০/০৪/২০১৭ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ১৩০২-২০১৭ নং ভলিউমের ১৮৫৫৫ নং পৃষ্ঠা হইতে ১৮৫৭২ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধকৃত ১৩০২০১১২১ নং আমমোক্তার নামার বলে আমি শ্রী স্বাক্ষী ঘোষ, পিতা মৃত দীনবন্ধু ঘোষ, সাং মাজদিয়া, পোষ্ট চরব্রহ্মনগর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১৩০১ আমমোক্তার নিযুক্ত করি। জেলা নদীয়া, থানা কোতয়ালী, মৌজা ৫৮ নং উসিদপুর এল আর খতিয়ান নং ২৯১৯ নং, দাগ ২১১৮ নং, পরিমান ৮.২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করি। উক্ত আমমোক্তার গত ইং ২৫/১০/২০২৪ তারিখে ৮.২৫ শতক সম্পত্তি শ্রী রামকৃষ্ণ দেবনাথ, পিতা মৃত ভুবন দেবনাথ, সাং মাজদিয়া স্কুল মাঠ, পোষ্ট চরব্রহ্মনগর, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১৩০১ বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **দীপায়ন কুন্ডু** পিতা- সমীর কুমার কুণ্ডু 28/06/24 তারিখে সুরজিত বোস দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার অমিতাভ বোস পিতা সুধীর বোস (আমমোক্তারনামা নং 0670, তাং 18/01/24) হইতে গোপালপুর মৌজায় 5272 নং দলিল মূলে 2 কাঠা 1 ছটাক জমি যার দাগ নং 283 খতিয়ান নং 22728 কিনে মিউটেশনের (কেস নং- MN/2024/1507/19979) জন্য আবেদন করেছেন। কারুর আপত্তি থাকলে রাজারহাট BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রবীর প্রামানিক (এ্যাডভোকেট)
কলকাতা হাইকোর্ট

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া
২০২৩ সালের ৮২ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীনি :- ফিরোজা মল্লিক, স্বামী -মৃত কাদের মল্লিক, সাকিম গ্রাম- বাদীনান, পোঃ হারিট, থানা – দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারীনির স্বামী মৃত **কাদের মল্লিক**, পিতা – মৃত নিয়া মল্লিক, সাকিম - বাদীনান, পোঃ - সিনেট, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫ কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় উপরিলিখিত মোকদ্দমা উপরিলিখিত আদালতে দাখীল করিয়াছেন। উক্ত প্রবেট দরখাস্তের বিষয় ও নিয়ম সমূহ সম্পর্কে কাহারোর কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে বা কাহারো কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে নিজে হাজির হইবেন বা কোন উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানি হইবে।

তপশীল

জেলা ও ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী এ্যাডিশনাল সাবরেজিষ্ট্রী অফিস সদর হুগলী থানা - দাদপুরের অন্তর্গত জে. এল. নং ৯৫, মৌজা বাদীনান, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ৩৫৭ (যাহা **লিয়াকত মল্লিকের** নামীয়) খতিয়ান নং ভুক্ত

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান	অংশ
২৪৮০	শুনা	০.২৫০০ অংশে ০.১শতক হইতে ০.২৯১৬ অংশ	
২৪৯১	বাস্তু	০.২৫০০ অংশে ০.১শতক হইতে ০.২৯১৬ অংশ	
২৪৯৮	ডোবা	০.০৬২৫ অংশে ১ শতক হইতে ০.২৯৯১৬ অংশ	
২৪৯৯	ডোবা	০.০৬২৫ অংশে ০০ শতক হইতে ০.২৯৯১৬ অংশ	
২৫০২	ডোবা	০.০৬২৫ অংশে ০০ শতক হইতে ০.২৯১৬ অংশ	

এবং ঐ মৌজা ভুক্ত এল.আর ১৬৩৫ খতিয়ান ভুক্ত।

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান	অংশ
২৯৩১	শালি	১.০৬০০ একর	০.২০৭৩

এল.আর ৩৫৭ খরিয়ানের যাহা লিয়াকত মল্লিক নামীয় হইতেছে।

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান	অংশ
২৭৭৮	শালি	১.০০০০ অংশে ১৮শতক হইতে ০.২৯১৬ অংশ	
২৮৭১	শুনা	১.০৮০৮ অংশে ০৫ শতক হইতে ০.২৯১৬ অংশ	
২৪৯৭/৩১২৯	ভিটি	১.০৬২৫ অংশে ০০ শতক হইতে ০.২৯১৬ অংশ	

দরখাস্তকারীনির পক্ষে
বদরুদ্দোজা মল্লিক (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

শ্রী কালীপদ ঘোষ ও শ্রী সুধাংশু কুমার ঘোষ, উভয়ের পিতা- রাধিকানাথ ঘোষ, সাং- পূর্ব বাদকুল্লা, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, গত ইংরাজী ২২.০৮.১৯৯৫ তারিখে রানাঘাট A.D.S.R. ১নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-118/1995 নং আমমোক্তার দলিলমূলে **শ্রী বিভাষ সরকার**, পিতা- ৺সরোজ মোহন সরকার, সাং- পূর্ব বাদকুল্লা, পোঃ- বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত **বিভাষ সরকার** বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L.&L.R.O., Hanskhali অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। তপশীল- জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা বাদকুল্লা, জে. এল. ৪৪, L.R. খতিয়ান- ৩৩৮ ও ১৯১১, R.S. দাগ নং ১৪৮৫, L.R.. ২৮১৩ নং দাগে আউশ জমি, **মোট ৩২ শতক** আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

শম্ভু অধিকারী (এ্যাডভোকেট),
রানাঘাট কোর্ট।

নোটিশ

আমার মক্কেল **শ্রী সুমিত গুহ ওরফে শ্রী সুমিত রত্নাকর গুহ,** প্যান : এসিএক্সপিজি০৬০৪এম, আধার নং ৭০৬৩ ৭২৬২ ৮৪৬৭, পিতা প্রয়াত রত্নাকর গুহ (প্রান্তিক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি.এর প্রাক্তন সদস্য) সাকিন সুধা শ্রুতি, ২য় তল, ২/১, প্যালেস লুপ রোড, মাউন্ট কারমেল কলেজের বিপরীতে, বসন্ত নগর, বসন্তনগর, বেঙ্গালুরু, পো : জিপিও, থানা : হাই গ্রাউন্ডস, বেঙ্গালোর : ৫৬০০০১, কর্নাটক এবং যোগাযোগের ঠিকানা : ১০১ এআই ওয়াহিদ ম্যানর, ১৯/১১, জয়মহল এক্সটেনশন, জয়মহল ফার্স্ট মেন, থার্ড ক্রস রোড, বেঙ্গালোর : ৫৬০০৪৬। সম্পত্তি লাভ করেছেন তাঁর মাতা শ্রীমতি কৃষ্ণা গুহ (প্রয়াত ১৭.০৯.২০১৩ তারিখে), উত্তরাধিকার সূত্রে এবং প্রয়াত মাতার নমিনি হিসেবে, যিনি প্রান্তিক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেডের সদস্য ছিলেন এবং তাঁর নামে স্থানান্তরিত সোসাইটি শেয়ার (মক্কেল) এবং তাঁর নাম নথিভুক্ত কলকাতা পৌর সংস্থার অ্যাসেসমেন্ট নথিতে, ফলে তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫/২, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১১৬০ বর্গফুট কমবেশি (কার্পেট এরিয়া ৮০৭ বর্গফুট কমবেশি), মোজাইক মেঝে, ৬ষ্ঠ তলে, জি-১০ তলা ভবনে সোসাইটির পরিচিত "দ্য প্রান্তিক কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড"এবং অবিভাজ্য ব্যবহারের অংশ, জমির ১/৩১ অংশ ,সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২/২বি, বর্ধমান রোড (পূর্বতন প্রেমিসেস নং ২/২ বর্ধমান রোড), কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৭৪, থানা : আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০২৭, পরবর্তীতে "সম্পত্তি" হিসেবে উল্লিখিত। উক্ত সম্পত্তি তাঁর মাতা শ্রীমতি কৃষ্ণা গুহ (প্রয়াত) ক্রয় করেন, উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং (হস্তান্তর), সম্পাদিত ০৩.০২.২০০৩ তারিখে, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ১৭২ থেকে ১৮৮, দলিল নং ০০৩১২- ২০০৩ সালের প্রান্তিক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের কাছ থেকে। আমার (মক্কেলের) হেফাজত থেকে উক্ত মূল সম্পাদিত (হস্তান্তর) দলিল নং ০০৩১২-২০০৩ সালের স্থানান্তর বা হারিয়ে গিয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০/১১/২০২৪ তারিখে বেলা ১ টার সময়ে জ্ঞাত হন।

ফলে উক্ত মক্কেল আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০২৭ থানায় অফিসার ইনচার্জের নিকট জেনারেল ডায়েরি, উল্লেখ্য জিডিই নং ৬১৬ তারিখ ১০.১১.২০২৪ দায়ের করেন। উক্ত মক্কেল উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন **শ্রী রনেন্দু চক্রবর্তীকে,** প্যান : এএফকেপিসি৫৬১৪এইচ, আধার নং ৫৪৪০ ৬১৭৯ ৮৭৪৫, পিতা প্রয়াত অমলেন্দু চক্রবর্তী, সাকিন ৩৮, গোপাল চ্যাটার্জি রোড, কাশীপুর এইচ.ও., পো এবং থানা : কাশীপুর, কলকাতা : ৭০০০০২, পশ্চিমবঙ্গ, হস্তান্তর দলিল দ্বারা ১১.১১.২০২৪ তারিখে, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর -৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৪৬৯৯৭৪ থেকে ৪৭০০০৬, দলিল নং ১৬০৩১৮৪৮৪ -২০২৪ সালের। বর্তমানে আমার মক্কেল ঘোষণা করছে উক্ত সম্পত্তি যাবতীয় দায়/ দখল থেকে মুক্ত সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর সময়ে। বর্তমানে শ্রী রামেন্দু চক্রবর্তী গৃহ ঋণ /ঋণ সুবিধা পাওয়ার জন্য যেকোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রয়, দান, লিজ, লিয়েন, বন্ধক যেমন ইচ্ছা সম্পাদন করতে পারেন আমার মক্কেল বা অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত।

সংশ্লিষ্ট নোটিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গণ এর উদ্দেশ্যে উক্ত হস্তান্তর দলিল (হস্তান্তর) দলিল নং ০০৩১২-২০০৩ সালের পেয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমার (অ্যাডভোকেট) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে যে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আমার মক্কেল এর কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না।

দেবদুলাল চক্রবর্তী (অ্যাডভোকেট)
বারুইপুর সিভিল এবং ক্রিমিনাল কোর্ট
পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। আমমোক্তারনামা নোটিশ ।।

এতদ্বারা অত্র নোটিশ দেওয়া হইতেছে যে, **১) শ্রীমতি সন্ধ্যা পাল, ২) শ্রীমতি রীনা পাল, ৩) শ্রীমতি অনুরাধা পাল** সকলের পিতা- শ্রী খোকন চন্দ্র পাল, সর্ব সাং- জে. সি. খান রোড, উত্তরপাড়া, পো:- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৯ ক্রেতাগণ নিম্ন তপশীল সম্পত্তি ইং ২০১৫ সালের ০৩-০৯-২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪১৫০ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে প্রকৃত মালিকের পক্ষে বিগত ইং ১৩-০৩-২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিসে ৮৪ নং আমমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী সানি মজুমদার,** পিতা- অলোক মজুমদার, সাকিম- পানাগড়, শরৎপল্লী, পো:- নলডাঙ্গা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩ প্রকৃত মালিক **শ্রী গৌতম আইচ,** পিতা-৺বলাই চন্দ্র আইচ সাকিম- গ্রাম ও পো:- আকনা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন।

তপশীল

জেলা- ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, থানা- পোলবা, মৌজা- আকনা, জে.এল. নং- ২৩, আকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তভুক্ত আর.এস. খতিয়ান নং- ৩৯৯, ১) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- (এস) ৫৪৪ শ্রেনী- ভিটি, মোট সম্পত্তির পরিমান ১৪ শতকের মধ্যে ১৪ ছটাক ২২ বর্গফুট ২) আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- (এস) ৫৫৯ শ্রেনী- বাস্তু, মোট সম্পত্তির পরিমান ২০.২ শতকের মধ্যে ২ কাঠা ৩ ছটাক ২৩ বর্গফুট। একুনে দুইটি দাগে মোট বিক্রিত সম্পত্তির পরিমান ৩ কাঠা ২ ছটাক মায় ১০০ বর্গফুট চালাঘর সমেত। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা জমি উক্ত **১) শ্রীমতী সন্ধ্যা পাল, ২) শ্রীমতী রীনা পাল, ও ৩) শ্রীমতী অনুরাধা পাল** সকলের পিতা- শ্রী খোকন চন্দ্র পাল, স্ব স্ব নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারো আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
ক্রেতাগণের পক্ষে **শ্রীমতি সন্ধ্যা পাল দীগর**
মোবাইল নং- ৭০০৩৭৬৩১৯৭

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী তপন কুমার চ্যাটার্জী পিতা ৺গৌরমোহন চ্যাটার্জী সাকিম ও পোঃ কোন্নগর, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, বিগত ইং 15/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- 2870/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺নবকুমার চক্রবর্ত্তী সাকিম পশ্চিম জয়কৃষ্ণপুর, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- 3688/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী বাবলু রুইদাস** পিতা ৺সতীশ রুইদাস সাকিম খেঁজুরিয়া, পোঃ ও থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩ মহাশয়কে 2.5 শতক ও **২)শ্রী রবীন রায়** পিতা ৺বেচুরাম রায় সাকিম ও পোঃ নন্দনপুর, থানা খানাকুল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪১৭, মহাশয়কে 02 শতক একুনে 4.50 শতক বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা রঘুনাথপুর, 54 নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস 185 নং খতিয়ান হইতে সৃষ্ট হাল এল.আর. বেলারানী দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় নামিত 393 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 874 নং দাগে বাগান 1.0000 অংশে 09 শতক তন্মধ্যে 0.5000 অংশে 05 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি তন্মধ্যে 4.50 শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী বাবলু রুইদাস** পিতা ৺সতীশ রুইদাস ও **২)শ্রী রবীন রায়** পিতা ৺বেচুরাম রায় উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী জলধর দাস পিতা ৺পূর্ণ চন্দ্র দাস সাকিম গোপীনগর, পোঃ খামারচণ্ডী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৫, বিগত ইং 14/06/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- 2647/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সনৎ পাল** পিতা শৈলেন পাল, সাকিম গোপীনগর, পোঃ খামারচণ্ডী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং 16/12/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- 3380/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী অমর হালদার** পিতা শ্রী রাসবিহারী হালদার ও **২)শ্রীমতী শ্রাবনী হালদার** স্বামী শ্রী অমর হালদার সাকিম গোপীনগর, পোঃ খামারচণ্ডী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৫, মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা গোপীনগর, 73 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 264 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 534 নং দাগে শালি জমি 1.0000 অংশে 63 শতক তন্মধ্যে 0.1282 অংশে 08(আট) শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী অমর হালদার** পিতা শ্রী রাসবিহারী হালদার ও **২)শ্রীমতী শ্রাবনী হালদার** স্বামী শ্রী অমর হালদার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**সনৎ পাল**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ। মঙ্গল বার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি। খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি। আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঙ্গ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্যামল মন্ডল, পিতা মৃত হাজারীলাল মন্ডল, সাং আর.এন, ঠাকুর রোড, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অর্ন্তগত ৯৭ নং সোন্দা মৌজার এল.আর ৩৪৩৬ নং খতিয়ান থেকে আর.এস ও এল.আর ৫৪৭৩ দাগের ৬.৪০ শতক, আর এস ও এল আর ৫৪৭৪ দাগের ১৪.৬০ শতক, আর এস ও এল আর ৫৪৭৭ দাগের ৭১.৫০ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৭৮ দাগের ৬৭.৫০ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৭৯ দাগের ২৮ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮০ শতক দাগের ১৮ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮১ দাগের ১৭ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮২ দাগের ১৭ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮৩ দাগের ৩.৫০ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮৪ দাগের ১৮ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮৬ দাগের ৪৭.৭৫ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮৭ দাগের ২৪ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৮৮ দাগের ৭.৫০ শতক, আর.এস ও এল.আর ৫৪৯১/৭০৭৩ দাগের ১৮৯.৫০ শতক মোট ৪৯০.২৫ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৬/১২/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-১৪৫১২/২০২২ নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক পাপিয়া মন্ডল, স্বামী শ্যামল মন্ডল সাং আর.এন ঠাকুর রোড, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়ার আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে ১) লক্ষন ঘোষ, পিতা আনন্দ ঘোষ, সাং প্রাচীন মায়াপুর রোড, পো ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা নদীয়ার ২৯/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ২২২৫/২০২৪ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৬, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১৪.৬০ শতক এবং আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৭, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১৪.৪০ শতক, ২) অয়ন ঘোষ পিতা জয়দেব ঘোষ, সাং ঘোষপাড়া, পোঃ-চন্দননগর, থানা কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা নদীয়ার ২৯/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ২২১৭/২০২৪ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৪, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৫.৫০ শতক, ৩) ভিক্টর বিশ্বাস, পিতা মৃত অমল কুমার বিশ্বাস, সাং আসান নগর বেলতলা পাড়া, পোঃ- আসাননগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার ২৯/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ২২২৪/২০২৪ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৯, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ২.৪৮ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮১, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১.৮৩ শতক, মোট ৪.৩১ শতক, ৪) নবীন চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস সাং ও পোঃ বিলকলোনী, থানা নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদের ২৯/০২/২০২৪ তারিখের A.D.S.R অফিসে ২২১৮/২০২৪ নং দলিলের আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮২ এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ২.০০ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৩ এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ০.৮৩ শতক, মোট ২.৮৩ শতক, ৫) তারকনাথ মন্ডল, পিতা আনন্দ চন্দ্র মন্ডল, সাং ধুবুলিয়া দেশবন্ধুনগর, পোঃ ও থানা ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়ার ২৯/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ২২১৯/২০২৪ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ০৩ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৯, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ০.৩৮ শতক, মোট ৩.৩৮ শতক, ৬) শিখা চৌধুরী, স্বামী প্রদীপ চৌধুরী, সাং ডঃ শচীন সেন রোড, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার ২৯/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ২২২১/২০২৪ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮০, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৩.৮৪ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮১, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ০.৭০ শতক, মোট ৪.৫১ শতক, ৭) সজল মন্ডল, পিতা মৃত শম্ভু মন্ডল, সাং ও পোঃ তিলকপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়ার ২১/০৮/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৮৫৫৫/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৩.৩০ শতক, ৮) প্রসেনজিৎ মন্ডল, পিতা দীনবন্ধু মন্ডল, সাং ও পোঃ তিলকপুর, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়ার ২১/০৮/২০২৩ তারিখের A.D.S.R অফিসে ৮৫৩৮/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৩.৩০ শতক, ৯) প্রবীর চৌধুরী, পিতা প্রশান্ত চৌধুরী, সাং পাকুড়গাছি, পোঃ- ভীমপুর, থানা কোতয়ালী হাল, থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়ার ১০/০৮/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৮২০১/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৭, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৪.১৩ শতক, ১০) দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা শ্রীদাম বিশ্বাস, সাং হরিশ নগর, পোঃ-মাটিয়ারী, থানা কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা নদীয়ার ১০/০৮/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৮২০২/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৯, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৩.১৪ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৬ এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১.২০ শতক, মোট ৪.১৬ শতক, ১১) কৃষ্ণ কুমার বিশ্বাস, পিতা মৃত নিত্যানন্দ বিশ্বাস, সাং অনন্তহরি মিত্র রোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার ১৬/০৫/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৪৮৬৭/২০২৪ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৭, এল. আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৫.৭৯ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৬, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১.৬৫ শতক, মোট ৭.৪৪ শতক, ১২) পুতুল বিশ্বাস, স্বামী শ্যামল বিশ্বাস, সাং হরনগর, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৯৮১৯/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ৭.৪৩ শতক, ১৩) পার্বতী দাস, স্বামী সুধীর দাস, সাং সিংহনগর, পোঃ-ভীমপুর, থানা কোতয়ালী হাল, থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়ার ১২/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৪৯৮৫/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ২.৫১ শতক, ১৪) সুদীপ্ত দাস, পিতা সুধীর দাস, সাং সিংহনগর, পোঃ-ভীমপুর, থানা কোতয়ালী হাল, থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়ার ১২/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৪৯৮৫/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ২.৫১ শতক, ১৫) নীলাঞ্জন চক্রবর্তী, পিতা সুরঞ্জন চক্রবর্তী, সাং সি.এন.ঘোষ লেন, গোলাপট্টী, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার ১২/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৪৯৮৬/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮২, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১.২৮ শতক, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৮৩, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ০.৫৫ শতক মোট ১.৮৩ শতক, ১৬) দিলীপ সিংহ, পিতা নারায়ন সিংহ, সাং চকগুরুদহ রামমোহন পল্লী, পোঃ শ্যামনগর, থানা জগদ্দল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার ১২/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৪৯৮৪/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ২.৪৭ শতক, ১৭) কেয়া সিংহ, পিতা দিলীপ সিংহ সাং চকগুরুদহ রামমোহন পল্লী, পোঃ শ্যামনগর, থানা জগদ্দল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার ১২/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৪৯৮৪/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ২.৪৭ শতক, ১৮) দিলীপ সিংহ, পিতা নারায়ণ সিংহ, সাং চকগুরুদহ রামমোহন পল্লী, পোঃ শ্যামনগর, থানা জগদ্দল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার ১৮/০৫/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ৫২৩৭/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৫৪৭৮, এল.আর খতিয়ান ৩৪৩৬ থেকে ১.৪০ [illegible]

Kousik Das, Advocate, Krishnagar Judge's Court.

ওপার বাংলার সনাতনী নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঠিক কি মিটিং হয়েছে তা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কারণ, শুভেন্দু অধিকারীর পর্যবেক্ষণ কালীঘাটে তৃণমূল সুপ্রিমোর বাড়িতে এই মিটিং তাঁর চোখে একটা পারিবারিক মিটিং। তৃণমূল আদতে একটি পরিবারের নির্দেশেই চলছে বলেই মনে করেন শুভেন্দু।

শুধু তাই নয়, সোমবার তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড দিল্লি গেছেন বিরোধী জোটের (ইন্ডি জোটের) বৈঠকে অংশ নিতে। এই সব ঘটনার থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু, যাকে বাংলাদেশের মৌলবাদী ডঃ মহম্মদ ইউনুসের সরকার গ্রেপ্তার করেছেন তা নিয়ে বেশি চিন্তিত শুভেন্দু। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সুর উঁচিয়ে শুভেন্দু জানান, 'দ্রুত তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক। আর তা যদি না দেওয়া হয় তাহলে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে বিক্ষেভ দেখানো হবে। বাংলাদেশ বার্ডারে সনাতনীরা ধ্বজা নিয়ে আন্দোলন করবে। ভারত থেকে কোনও ধরনের পরিষেবা দিতে দেওয়া হবে না পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার মধ্যে যে বর্ডার আছে সেখান দিয়ে।' একইসঙ্গে রাতেই মুক্তির দাবি জানানোর কথা তোলেন শুভেন্দু।

এদিকে বিকাশ মিশ্রকে আদালতে তুলে চার্জ ফ্রেম করার কথা ছিল। আর তার আগেই পকসো কেসে গ্রেপ্তার। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শুভেন্দু টেনে আনেন অভিষেক শ্যালিকা রুচিরা নারুলার কথা। কারণ এর ফলে চার্জ গঠন করা যায়নি। যাঁর অ্যাকাউন্টে লালার টাকা গেছে। যা প্রমাণিত সত্য। তাই সমগ্র ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিতে এই পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের বলেই জানান শুভেন্দু। এর পাশাপাশি রবিবার আদালত থেকে বের হওয়ার সময় বিকাশ হুঁশিয়ারিরর সুরে জানিয়েছেন তিনি মুখ খুললে সরকার পড়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু ফের জানান, সরকার আদতে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের।

স্বয়ংক্রিয় টিকিট কাটার মেশিন কমাচ্ছে লাইন, দ্রুত জনপ্রিয়তা বাড়ছে এটিভিএম মেশিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকাল ট্রেনে যাত্রা করার আগে স্টেশনে ঢুকে টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন দিয়ে টিকিট কাটার অভিজ্ঞতা সকলের আছে। যদিও এখন স্টেশন চত্বরেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকিট কাটার মেশিন বসানোর পর থেকে এই চিত্র বদলাতে শুরু করে। বহু যাত্রী বর্তমানে ওই মেশিন থেকেই নির্ঝঞ্ঝাটভাবে টিকিট কেটে নিজের গন্তব্যে যাত্রা করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনগুলো।

এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর টিকিট কাটার জন্য সময়ের অপচয় যেমন কমেছে, পাশাপাশি নিজের হাতে নিজের যাত্রার টিকিট কাটার এক সুখদ অনুভূতি যাত্রীরা পাচ্ছেন। পূর্ব রেল সূত্রে জানানও হয়েছে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্টেশনে ৫৭৪টি মেশিন বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। শিয়ালদা বিভাগে ২৯৩টি, হাওড়া বিভাগে ১৭৪টি, আসানসোল বিভাগে ৭৬টি, মালদা বিভাগে ৩৩টি মেশিন সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। এই মেশিনগুলোতে শুধুমাত্র অসংরক্ষিত টিকিট নয়, যাত্রীরা মাসিক টিকিটের পুর্ননবীকরণ করে নিতে পারছেন।

স্বয়ংক্রিয় এই মেশিনগুলোতে রয়েছে অত্যাধুনিক টাচ স্ক্রিন ব্যবস্থা। এছাড়াও এতে যাত্রীরা নিজেদের পছন্দের বিভিন্ন ভাষা চয়নের সুবিধাও পাচ্ছেন। এতে নগদ টাকা ব্যতীত স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল পেমেন্ট করার সুবিধা রয়েছে। এর দ্বারা স্মার্ট কার্ড ব্যবহারকারীরা টিকিট কাটার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পাচ্ছেন। এই ব্যবস্থার জন্য স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন কমেছে। প্রথম বার এটি ব্যবহারকারীদের জন্য পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে সহায়ক ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে, যাদের কাছে গোটা পদ্ধতি নতুন, সেই সমস্ত ব্যবহারকারীকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। এই কাজে স্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়ক পদে নিয়োগ করছে, যার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে বলে পূর্ব রেল জানিয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই মেশিনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, ১০ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

ছাপ্পা মারা পুলিশ দিয়ে জেতানো বিধায়কদের শপথে বিজেপি থাকে না: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ছাপ্পা মারা পুলিশ দিয়ে জেতানো এমএলএ-দের শপথে বিজেপি থাকে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানেন না, ২০২১ সালে ৫৪ হাজার ভোটে উপনির্বাচনে জিতেছিলেন। ওর কেন্দ্রে ৭ হাজার ভোটের মাত্র গ্যাপ আছে। বড় বড় কথা, উপনির্বাচন! উপনির্বাচন কী হয় পশ্চিমবাংলায় মানুষ জানে।'-এমন ভাষাতেই সোমবার শাসকদলকে বেঁধেন শুভেন্দু।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট রুখতে প্রতিটি সরকারের আমলেই বিরোধীরা সরব হয়। মমতার সরকারের আমলেও তা বাদ যায়নি। কলকাতা পুরভোট হোক কিংবা পঞ্চায়েত ভোট-প্রতিটি ভোটেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানানো হয়েছে।

অতীতে পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন নয়, কেন রাজ্য পুলিশ-তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক ও ব্যাখ্যা দুইই হয়েছে। কিন্তু সাত কাণ্ডের পরেও ছাপ্পা থামেনি। আজও ওঠে বহু অভিযোগ। প্রয়াতের নামে পড়েছে ভোট। ভোট বয়কট হওয়া কেন্দ্রেই পড়েছিল ৯৫ শতাংশ ভোট। যা নিয়ে মামলাও চলেছে। এদিকে এবার উপনির্বাচনে ৬ কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। শুধু জয় নয়, ৬ কেন্দ্রের অধিকাংশগুলিতেই বড়সড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের ওই প্রার্থীরা।

উল্লেখ্য, ১৩ নভেম্বর কোচবিহারের সিতাই, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট, বাঁকুড়ার তালডাংরা, পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ও হাড়োয়া-রাজ্যের এই ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। ৬টি আসনেই পদ্ম-প্রার্থীকে বড়সড় ব্যবধানে হারালেন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থীরা।

এদিকে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে, সিতাই, তালডাংরা, মেদিনীপুর, নৈহাটি ও হাড়োয়া আসনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী। মাদারিহাট আসন দখলে রেখেছিল বিজেপি। কয়েকমাস আগে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে জিতে তৃণমূলের পার্থ ভৌমিক, হাজি নুরুল ইসলাম, জুন মালিয়া, অরূপ চক্রবর্তী , জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ও বিজেপির মনোজ টিগ্গা। সাংসদ হয়ে যাওয়ায় ৬টি বিধানসভা কেন্দ্র বিধায়ক-শূন্য হয়ে পড়ে।

নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ধর্ম হোক যার যার, বড়মা সবার।' বড়মার এই মূলমন্ত্র আজ রাজ্য ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। জাগ্রত শক্তি মায়ের মাহাত্ম্যের টানেই এখন প্রতিদিন নৈহাটির বড়মা মন্দিরে ভক্ত সমাগম হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে নৈহাটির এই বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে বড়মার মন্দির পরিদর্শন করলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। নৈহাটির বড়কালী পুজো সমিতি ট্রাস্টের কর্তাদের সঙ্গে এদিন নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্তারা-সহ, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া, ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। নৈহাটির বড়কালী পুজো সমিতি ট্রাস্টের সভাপতি তথা নৈহাটি পুরসভার পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বেলা আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে বড়মার কাছে পুজো দিতে আসছেন। তিনি বড়মার মন্দির দর্শন করতে আসছেন। তাছাড়া উনি বড়মার আশীর্বাদও নিতে আসছেন।' অশোক বাবুর কথায়, 'প্রতিদিন দুপুর দু'টো থেকে চারটে পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। ভক্তদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। তাই তিনি মন্দির বন্ধ থাকার সময়ই মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন।' তাই এদিন পুলিশ কর্তারা মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য, নৈহাটির উপনির্বাচনে ভালো ফল করেছে তৃণমূল। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে।

টিটাগড়ে লাইনচ্যুত মালগাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াগান কারখানা থেকে বেরনোর সময় আচমকাই মালগাড়ি লাইনচ্যুত। সোমবার বেলার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় মহাবীর ক্লাব সন্নিহিত নিউ স্ট্যান্ডার্ড লাইন এলাকায়। জনবহুল এলাকায় মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ায় ক্ষোভে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বেলায় একটি মালগাড়ি টিটাগড় ওয়াগান কারখানা থেকে বেরিয়ে টিটাগড় বাজারের দিকে যাচ্ছিল। ঘনবসতিপূর্ণ নিউ স্ট্যান্ডার্ড লাইনের কাছে আসতেই মাল গাড়িটির একটি বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। বিকট আওয়াজ হতেই লাইন ধারের বাসিন্দারা ভয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দা কাঞ্চন দেবী জানান, এদিন বেলায় আচমকা ওয়াগান কারখানার মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে।

ঘটনার সময় লাইনের ধারে কয়েকজন বাচ্চা খেলা করছিল। বরাত জোরে তাঁরা বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। তাঁর দাবি, এই নিয়ে তিন-চারটি মালগাড়ি লাইনচ্যুতের ঘটনা ঘটেছে। ওয়াগান কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। কাঞ্চন দেবীর সাফ বক্তব্য, 'ঘিঞ্জি এলাকার মধ্য দিয়ে মালগাড়ি আর বের করা যাবে না। মেইন গেট থেকে নতুন লাইন পাতা হয়েছে। ওখান থেকে মালগাড়ি বের করা হোক।'

এদিকে মালগাড়ি লাইনচ্যুতের ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন নিউ স্ট্যান্ডার্ড লাইন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন টিটাগড় থানার পুলিশ এবং টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা তাদের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অবশেষে টিটাগড় ওয়াগান কারখানা কর্তৃপক্ষের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষিপ্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। এরপরই বসিন্দাদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়। ঘটনা নিয়ে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, 'বড় ধরনের ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলেছে। ঘিঞ্জি এলাকায় মালগাড়ির চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে। যাতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে নজর রেখে আমি ওয়াগান কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলবো।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন অর্পিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় আড়াই বছর পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলে পরিচিত অর্পিতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সম্প্রতি মায়ের মৃত্যুর পর প্যারোলে ছিলেন অর্পিতা। তার মধ্যেই জামিন অর্পিতার। ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে অর্পিতাকে জামিন দিল বিশেষ ইডি আদালত। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মানিক ভট্টাচার্যের পর জামিন পেলেন অর্পিতা। তবে আদালতের নির্দেশ, অর্পিতাকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। কলকাতা পুলিশের অধীনে থাকা এলাকা ছাড়তে পারবেন না তিনি। আপাতত অন্য কোনও মামলায় অভিযুক্ত নন তিনি, তাই জেলমুক্তির সম্ভাবনা জোরাল হচ্ছে।

২০২২ সালের ২২ জুলাই, প্রথমে অর্পিতার টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেখানে নগদ টাকার পাহাড় খুঁজে পায় ইডি। সেই ছবি ছিল চমকে দেওয়ার মতো। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। প্রকাশ্যে আসে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা। এই গ্রেপ্তারির কয়েকদিন পর বেলঘড়িয়ার ফ্ল্যাট থেকেও মিলেছিল কোটি কোটি নগদ টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় ৫২ কোটি টাকা, ৩ কোটি টাকার গয়না উদ্ধার করে ইডি।

এর আগে দেখা গিয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সব মামলাতেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে জামিনের জন্য। একমাত্র অর্পিতার ক্ষেত্রেই দেখা গেল, নিম্ন আদালত থেকেই জামিন পেয়ে গেলেন তিনি। অর্পিতা আদালতে বারবার দাবি করেছেন, ওই টাকা তাঁর নয়। এছাড়া, অর্পিতা মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হলেও নিজেকে কখনও প্রভাবশালী বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেননি। সেই কারণেই জামিন পাওয়া সহজ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় হালকা ঠাণ্ডা অনুভূত হলেও জেলাগুলিতে বেশ ভালই শীতের আমেজ। শীত শুরু হতে না হতেই ফের বৃষ্টির সতর্কতা বাংলায়। বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বদলাতে চলেছে আবহাওয়া। দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির পাশাপাশি এবার বৃষ্টির সতর্কতা বাংলায়। সপ্তাহ শেষে এমনই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কারণ, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আপাতত তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা এই নিম্নচাপের। যার জেরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের একাধিক জেলায়। মঙ্গলবার থেকেই বৃষ্টি হতে পারে কয়েকটি জেলায়। তেমনই ইঙ্গিত দিল আইএমডি। আপডেট অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। এরপরে সপ্তাহান্তে হালকা বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মত উপকূলের জেলাতে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের বাকি কোনও জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। সকালের দিকে কুয়াশা হতে পারে সামান্য দার্জিলিং উত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলাতে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দিনের তাপমাত্রাও আরও কমল শহরে। সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা ছিল শহর জুড়ে। বেলা বাড়লে পরিস্কার আকাশ, মনোরম ছিল আবহাওয়া। শীতের আমেজ আরও একটু বেশি। মেঘলা আকাশে দিনের তাপমাত্রা কমলেও বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। তবে জমিয়ে শীতের আমেজ রাজ্যে এখনই নয়। কলকাতায় ১৭ ডিগ্রি ও পুরুলিয়ায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। বিকেল থেকে সকাল পর্যন্ত শীতের আমেজ। রাজ্যজুড়ে মনোরম আবহাওয়া।

মহেশতলায় অবাককাণ্ড! এসবিআই ব্যাঙ্কে তালা খুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহেশতলার বাটা মোড়ের এসবিআই ব্যাঙ্কে চুরি। ব্যাঙ্কের লকার রুমের দরজা ভাঙা। খোয়া গিয়েছে সব কিছু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মহেশতলা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হতেই সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। অনুমান করা হচ্ছে এই ঘটনায় জড়িত পরিচিত কেউ। চাবি দিয়ে খুলে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল আততায়ীরা। কোনও তালা ভাঙা হয়নি। এমনকি প্রমাণ লোপাট করতে ক্যামেরা ডিভিআর সব নিয়ে চলে গিয়েছে। কত টাকা ডাকাতি হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। পুলিশের অনুমান, শুক্রবার রাত থেকে রবিবার রাত, এই সময়ের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটেছে। কত জন এসেছিল, সেটাও এখনও পরিষ্কার নয়। ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী ব্যাঙ্কে আসেন। ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বিভিন্ন জায়গার সিসি ক্যামেরা ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের ভিতরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা নমুনা সংগ্রহ করেন।

এদিকে সূত্রে খবর, গত পরশু ছিল চতুর্থ শনিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ে আর পাঁচ দিনের মতোই লকার রুমে তালা লাগিয়ে ব্যাঙ্ক বন্ধ করে যান নিরাপত্তা রক্ষী। দুদিন ছুটির পর সোমবার সকালে যখন ব্যাঙ্ক খুলতে আসেন, তিনিই প্রথম বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তখনও পর্যন্ত ম্যানেজার এসে পৌঁছননি। তারপর তিনি গিয়ে মহেশতলা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তদন্ত করার ফাঁকেই খবর পেয়ে চলে আসেন গ্রাহকরা। কিন্তু তাঁদেরকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয় ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। ব্যাঙ্কের লকারের সম্পত্তি আদৌ সুরক্ষিত রয়েছে কিনা, তা জানতে চান গ্রাহকরা। কিন্তু অভিযোগ, সেটাও তাঁদের স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। তাতে ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। ব্যাঙ্কের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রাহকরা। এদিকে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের তরফ থেকে জানানো হয়, 'প্রথমে ব্যাঙ্ক থেকে বলা হল, তদন্ত হবে, তারপর বলা হবে। এখন জানতি পারছি পাবলিক লকার সুরক্ষিত রয়েছে। নোটিস টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে আমরা একটু হলেও শান্তি পেলাম। মঙ্গলবার আবার ব্যাঙ্কে আসতে বলা হয়েছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট চেক হবে। ব্যাঙ্কে আরও নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানো উচিত। কপালের জোরে পাবলিক লকারটা বেঁচে গিয়েছে, কাল নাও থাকতে পারে।'

দীর্ঘদিন পর জামিন মামলার শুনানি সুজয়কৃষ্ণর, রায়দান স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন পর তাঁর জামিন মামলার শুনানি ছিল। তবে সোমবার রায়দান স্থগিত রাখলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সোমবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে ওঠে মামলা। দীর্ঘ শুনানিও হয় এদিন। এর আগে এই মামলা শুনছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পরবর্তী কালে, ডিটারমিনেশন চেঞ্জ হওয়া মামলা আসে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবার ইডির তরফে জামিনের বিরোধিতায় একটি রিটেন নোট জমা পড়ে আদালতে।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সুজয় কৃষ্ণ প্রথম থেকেই ইডি আধিকারিকদের সন্দেহর তালিকায় ছিলেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব নথি উদ্ধার করে

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। এমনকী সুজয় ঘনিষ্ঠ এক সিভিক ভলান্টিয়ার রাহুল বেরার সঙ্গে কথোপকথনের অডিয়ো রেকর্ডিংও পেয়ে যান আধিকারিকরা। পরে 'কাকুর' কণ্ঠস্বর মিলে যায় ফরেন্সিক রিপোর্টে। এরপর থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে আরও বড় কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে কি না তা নিয়ে।

বাস মালিক সংগঠনগুলির পক্ষে আদালতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পনেরো বছরের পুরোনো বাস বাতিল নিয়ে বাস মালিক সংগঠনগুলির পক্ষে আদালতে যাবে রাজ্য। বাস মালিকদের দাবি যুক্তি সঙ্গত বলেই জানিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আর সেই কারণেই আদালতে বাস মালিকদের দাবির পক্ষে আবেদন জানাবে রাজ্য সরকার। বাম আমলে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশের ভিত্তিতে পনেরো বছরের পুরোনো বাস কলকাতা পুর এলাকায় বাতিল করার নির্দেশিকা দেয় পরিবহন দপ্তর। বাম আমলের সেই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে আগামী সপ্তাহে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে বাস মালিক সংগঠনগুলি, এমনটাই সূত্রে খবর।

সোমবার পরিবহন ভবনে, মন্ত্রী এবং পরিবহন সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়েন্ট ফোরাম অফ ট্রান্সপোর্ট অপারেটরস। তাঁরা অভিযোগ করেন, রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা বাড়ছে। সেই সঙ্গে অপরিকল্পিত বাসের টাইম টেবিল দুর্ঘটনার কারণ। এই বৈঠকে মন্ত্রী দুটো বিষয় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। প্যানিক বাটন বা ভেহিকল ট্র্যাকিং সিস্টেম লাগানোর পরেও কাজ করছে না বলে অভিযোগ পরিবহন মালিক সংগঠনগুলির। সেই অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী পরামর্শ দেন, যে সংস্থা ওই ডিভাইস লাগিয়েছে তাদের সঙ্গে মালিকদের যোগাযোগ করতে। তবে এই প্রসঙ্গে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'আমাদের রাজ্যে দুর্ঘটনার পরিমাণ অন্য রাজ্যের থেকে কম। কারণ এখানে ট্রাফিক আইন অনেকটা কড়া। তবে এটায় আমরা সন্তুষ্ট নই। একটা দুর্ঘটনাও কাম্য নয়। তাই একটু যদি সকলে নিয়ন্ত্রণে গাড়ি চালান। দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।'

নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর বামেদের কটাক্ষ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য উপনির্বাচনে ছয় কেন্দ্রের ফল ঘোষণা হয়েছে। ছয়ে ছয় তৃণমূল। অন্যদিকে, জামানত খুইয়েছে সিপিএম। শনিবার ভোটের ফল বের হওয়ার পর সেদিন তো বটেই, ২৪ ঘণ্টা পর রবিবারও এ নিয়ে ফের তৃণমূলের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়ে বামেরা। রবিবার তার ২৪ ঘণ্টা পর ফের কুণালের নিশানার মুখে পড়ল সিপিএম। যা মুহূর্তে ভাইরাল। 'একের পর এক নির্বাচন যাচ্ছে আর বামেরা শূন্য থেকে মহাশূন্যের পথে যাচ্ছে' বলে লাগাতার তৃণমূলের আক্রমণের মুখে পড়েছে। ভোট শতাংশের হারও ক্রমশ তলানির দিকে। শনিবার উপনির্বাচনের ফলাফলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তারপরই রাজনৈতিক মহলে কটাক্ষ শুরু হয়েছে কীভাবে আর সিপিএম শূন্য থেকে একে উঠবে। এবার শুধু কটাক্ষ নয়, তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সিপিএমকে নিয়ে একেবারে গান বেঁধে ফেলেছেন। নিজেই সেই গান পোস্ট করেছেন। তাতে কুণালকে সুর মিলিয়ে সিপিএমের উদ্দেশে ছড়া কাটতে শোনা যাচ্ছে, 'মটর কলাই গোল গোল, দাঁতে ভাঙে না, সিপিএম শূন্য থেকে একে যায় না!'

আর জি কর ইস্যুকে সামনে রেখে পরপর নাগরিক আন্দোলন। সেই আন্দোলনের প্রভাব সিপিএম ভেবেছিল ভোটের ময়দানে এনে ফেলবে। কিন্তু মানুষ ভরসা রেখেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, আবারও

তাদের ভোট ঢেলে দিয়েছে তৃণমূলকে। ফলে সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলকে নিশানা করতে করতে কার্যত তাতে নিজেরাই বন্দি হয়ে গিয়েছে। তাতে ভোটের ফল বেরনোর পরপরই সিপিএমকে কটাক্ষ করে তৃণমূল। এমনকী, অরিজিৎ সিংয়ের গান 'আর কবে'-র শধ ধার করে কুণাল আচমকাই সরাসরি সম্প্রচারে গেয়ে উঠেছিলেন, 'আর কবে আর কবে, সিপিএম শূন্য থেকে এক হবে!' এমনকী, তার জন্য রাজ্য সম্পাদক পদে মহম্মদ সেলিমকে সরিয়ে নতুন করে কাউকে আনার দাবি হাসতে হাসতেই তুলেছেন তৃণমূলের কুণাল। এবার তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের জোট হয়নি। নকশালের সঙ্গে বৃহত্তর বাম ঐক্যের প্রস্তাব মেনে শরিকি ঐক্য গড়েছে সিপিএম। তারপরও ফলে কোনও হেরফের হয়নি। দ্বিতীয়ও হয়নি। আইএসএফের পর তারা কোথাও হয়েছে তৃতীয়, কোথাও চতুর্থ।

মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল রবিবার রাতে। অভিমানে পরদিন সকালে ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক স্কুল ছাত্রী। সোমবার সকালে মার্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার এসএন ব্যানার্জি রোড এলাকায়। মৃতার নাম পারস্মিতা মজুমদার। সল্টলেকের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল পারস্মিতা। জানা গিয়েছে, মজুমদার পরিবার আগে হাওড়ার জগৎ বল্লভপুরে থাকতেন। দু'তিন বছরে আগে তারা ফ্ল্যাট কিনে নিউ ব্যারাকপুরে এসেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই ছাত্রীর বাবা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দাদাও ইনস্টিটিউশনে পড়তে গিয়েছিল। মা বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই ফাঁকে মেয়েটি ফ্ল্যাটের ছাদে চলে যায়। ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সে নিচে পড়ে। পথ চলতি মানুষজন মেয়েটিকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ছাত্রীর মা-ও। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ। মেয়েটিকে উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া স্থানীয় একটি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, রবিবার রাতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। মায়ের বকুনি খেয়ে চুপ করে নিজের ঘরে শুতে চলে গিয়েছিল সে। সম্ভবত সেই অভিমানেই পরদিন সকালে ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে তাঁর এই মরণ ঝাঁপ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ। মৃতার দাদা গীত মজুমদার বলেন, এদিন সকাল থেকেই বোন বলছিল পেটে ব্যথা করছে। সকালে ওঁর স্কুল যাবার কথা ছিল। কিন্তু বোন স্কুলে যায়নি। তাঁর দাবি, বোন এতবড় পদক্ষেপ নেবে, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। গীত আরও জানান, পড়াশুনা নিয়ে রাতে মায়ের সঙ্গে বোনের নর্মাল ঝামেলা হয়েছিল। তখন ঘরে তিনিও ছিলেন। অপরদিকে মৃতার প্রতিবেশী সুতপা হালদার বলেন, 'জোরে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। তাঁর স্বামী বারান্দায় গিয়ে দেখেন ফ্ল্যাট থেকে কেউ ঝাঁপ দিয়েছে। তখন দৌড়ে গিয়ে দেখি মেয়েটি রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। কি কারণে মেয়েটি ঝাঁপ দিয়েছে, তা বলতে পারবো না।'

সম্পাদকীয়

তিলোত্তমা মহানগরে হেমন্তের স্তিমিত, ম্লানতর পদচারণা শুনতে পাওয়া যায় এখনও

ছোটবেলায় সাধ করে লেখা রচনা ‘বাংলার ছয় ঋতু’ এখন শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতার আড়ালে উঁকি মারে। তবুও হেমন্তকাল বাংলার মাটিতে যেন এক অতিপ্রাকৃত মায়া বিছিয়ে রাখে। আসন্ন নবান্ন উদযাপনের ইশারা আর গাঢ় হিমেল হাওয়ার মরসুমি প্রাক কথন নিয়ে বাংলার আনাচেকানাচে তার নীরব অথচ অব্যর্থ উপস্থিতি টের পাওয়া যায় আলোর উৎসবের শেষ প্রান্ত থেকেই। আর সেই সঙ্গে হেমন্তে বাংলার সত্তা জুড়ে যেন জীবনানন্দের অলৌকিক মায়াবী উপস্থিতি। এ পোড়া দেশকে লাজুক কবি বিনম্র, অনুচ্চার ভালবেসেছিলেন আজীবন। হেমন্তের মধ্যে মৃত্যু আর মগ্নতার এই ঘ্রাণকেই যেন নিজের জীবনদর্শন বলে চিনেছিলেন তিনি। তাই বোধ হয় জীবনানন্দের এই তিলোত্তমা মহানগরে হেমন্তের পদচারণা শোনা যায় এখনও, যদিও তার ছন্দ অনেক স্তিমিত, ম্লানতর। হেমন্তের শেষ বিকেলের পিঠে এলিয়ে পড়া সেই নাগরিক রোদকে তাই এত ভাল লাগতে থাকে, ওয়েলিংটনে পশমের পসরা জড়ো হতে থাকে পরিযায়ী পাখির নিয়মে, জাদুঘরের সামনে নতুন-পুরনো ইংরেজি বইপত্র মিঠে রোদ মাখতে থাকে। আমাদের জীবনের আকাশে বিষাদ দখল করে অর্ধেকের বেশি অংশ। সেই শিশুবেলায় বিষাদের আগমন হত এই হেমন্তেরই রাতে! দুর্গাঠাকুরের বিসর্জন, শান্তির জল নেওয়া, তার পর আবার পড়তে বসার, নিত্য কাজে ফিরে যাওয়ার বিষণ্ণতা; তার সঙ্গে বাৎসরিক পরীক্ষার উৎকণ্ঠা। ঘর ভরা অতিথি-আত্মীয়স্বজন যখন বাড়ি ফিরে যেতেন, তখনও ভরা বসন্তে মন জুড়ে থাকত এই বিষণ্ণতার মেঘ। হেমন্ত তবে কী? বিষাদ, কুয়াশা, ঋতুবদলের যন্ত্রণা? এর উত্তর কে-ই বা জানে। সীমার মাঝে অসীমের খোঁজ তো অন্তহীন। গোধূলিতে যখন আঁধার নামে, ঘরের প্রদীপকে তো তখনই বাইরে নিয়ে যাওয়ার ডাক শোনা যায়। তাই যে হেমন্ত-সন্ধ্যায় জ্বলে উঠল ‘দ্রোহের আলো’, সে আলো যেন বিষাদরজনী শেষে ‘নূতন উষালোক’-এ নিয়ে আসে নবীন আনন্দ। তবেই না জীবনের জয়গানের সার্থকতা।

শব্দবাণ-১১৩

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৬		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. রাধিকাদি গোপিনীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষ ৩. দুর্গম,নিবিড় ৫. জলপাত্র ৭. শড়কি, বল্লম ৮. প্রকার ১০. মোটামুটি হিসাবে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জাহাজচালনা ২. কেনাকেটা ৩. দরিদ্র, দীন ৪. বিচিত্র পাড়ওয়ালা ৬. কোমল ৯. জিনিসপত্র বিক্রয়ের সময় পাত্রের ওজন।

সমাধান: শব্দবাণ-১১২

পাশাপাশি: ১. এনামেল ৩. কটক ৪. অশনি ৬. তবহুঁ ৯. সময় ১০. দলেদলে।

উপর-নীচ: ১. একলা ২. লক্ষেশ ৩. কতশত ৫. নিরাময় ৭. বলদ ৮. আসলে।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৯০ *বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯১১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্যাম লাহার জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অর্জুন রামপালের জন্মদিন।*

গোয়ায় আয়োজিত ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সঙ্কট-সংঘাতের দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও যাপনের এক নতুন মঞ্চ

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

অধ্যাপক, এফটিআইআই পুণে

কাউন্টডাউনের শেষে ভারতের ৫৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব গোয়ায় শুরু হয়েছে এ সপ্তাহে। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার আগ্রহী ও উৎসুক প্রতিনিধিদের প্রত্যাশা অনেকটাই এই উৎসবকে ঘিরে। প্রতিনিধিদের নথিভুক্তির সংখ্যাটি এবার পৌঁছে গেছে এক ঐতিহাসিক মান-এ। এ থেকে প্রমাণিত যে ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্যোগ ও আয়োজন এখন স্বীকৃতি লাভ করেছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কর্মকর্তা ও কর্মীরা এখন ব্যস্ত চলচ্চিত্র উৎসবের সময়সূচি নিয়ে। এই চলচ্চিত্র উৎসব সকলের প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হতে পারে, তা দেখার জন্য উদগ্রীব স্থানীয় কর্তৃপক্ষও। তাই তারা বিষয়টির ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে। সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হল ভারতের এক বৃহত্তম বার্ষিক উৎসব মাত্র নয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের এক বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎসব।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে অস্ট্রেলিয়াকে থিম কান্ট্রি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্যাঙ্গারুর ওই দেশটি থেকে ভালো সিনেমার প্রত্যাশী এখন অনেকেই। নতুন দর্শকদের মনে পৌঁছে যেতে এবার একটি বিশেষ পুরস্কারও প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতীয় কাহিনীচিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ নবীন পরিচালকের জন্য এই পুরস্কার চলচ্চিত্রের আঙিনায় নতুন আঙ্গিক ও পরীক্ষানিরীক্ষাকে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়। সিনেমা জগতে নবীন, সৃজনশীল প্রতিভাকে উৎসাহদানের লক্ষ্যে ‘ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস অফ টুমরো’ (সিএমওটি)-র মতো একটি কর্মসূচি এই নিয়ে তৃতীয়বার আয়োজিত হচ্ছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয়বারের জন্য আয়োজন করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ ওয়েব সিরিজ পুরস্কারের। ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের গুরুত্ব যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বিশ্বায়নের দুনিয়ায় চলচ্চিত্র হল জাতীয় শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ইতিমধ্যেই সাতটি দশক অতিক্রম করে এসেছে। বিভিন্ন মানসিকতা ও মননশীলতার দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি, প্রাচীন ও আধুনিক দুই প্রেক্ষিতের মধ্যেও তা এক বিশেষ মেলবন্ধন গড়ে তুলেছে। এছাড়াও, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকেও এক আমূল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প এগিয়ে চলেছে। এই উৎসবকে এশিয়ায় সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী একটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ-আয়োজন বলে বর্ণনা করা হয়। ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা ১৯৫২ সালে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রসার এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এমন একটি মঞ্চ গড়ে তোলা যেখানে তাঁদের সৃষ্টিকে শ্রোতা-দর্শকদের সামনে আরও ভালোভাবে উপস্থাপিত করা যায়। ১৯৭৫ সাল থেকে এই উৎসব এক বার্ষিক উদ্যোগ-আয়োজনের রূপ নেয়। তিন দশক ধরে ভারতের বিভিন্ন মেট্রো শহরে এটির আয়োজন করা হয়। পরে, ২০০৪ সাল থেকে এই উৎসবের একটি স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে গোয়া। তাই, এটি এক নতুন পরিচিতি লাভ করে ‘ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব , গোয়া’ নামে। এই রাজ্যের উন্নত পর্যটন পরিকাঠামোর সঙ্গে সমতা বজায় রেখে শ্রোতা-দর্শকদের এক অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু রূপে গড়ে তোলা হয় এই উৎসবটিকে। আন্তর্জাতিক ছবিগুলির জন্য ২০০৪-এ এক নতুন প্রতিযোগিতামূলক সেশনেরও ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রের আঙিনায় এটি তখন থেকেই এক বিশেষ স্থান করে নেয়।

ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার সূচনা ১৯৯০ সালে। সেই সময় আমি কলকাতায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। বেশ কয়েক ডজন ভালো ভালো ছবি দেখার সুযোগ আমার তখন হয়েছিল। তখন সর্পিল গতির দীর্ঘ লাইন আমার চোখে পড়েছিল এবং প্রায় সবক'টি প্রেক্ষাগৃহই ছিল পূর্ণ। রুবেন ম্যামুলিয়নের হলিউড ক্ল্যাসিক ‘ক্যুইন ক্রিস্টিনা’ এবং থিও অ্যাঞ্জেলোপৌলস-এর ‘ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট’ আমার তরুণ মনে এক স্থায়ী ছাপ ফেলে দেয়। স্থানীয় সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত নিম্নমানের প্রিন্টের তুলনায় এই ছবিগুলি তখন আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। ভালো এবং উন্নতমানের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের পাশাপাশি, সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বেশ কিছু রেট্রোস্পেক্টিভও তখন শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়েছিল। এছাড়াও, প্রবাদপ্রতিম দুই চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায় এবং জি অরবিন্দন-এর সাম্প্রতিকতম ছবিগুলিও প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্র উৎসবে। আমার জীবনে অতিবাহিত সেই চমৎকার দিনগুলির কথা যখন আমি নতুন করে ভাবতে শুরু করি, তখন আমার মনে হয় যে সিনেমা সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার পেছনে ওই সময় দেখা চলচ্চিত্র সৃষ্টিগুলি আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। হয়তো তাই আমাকে পরে পুণের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কে স্নাতকোত্তর কোর্স শেষ করার কাজে উৎসাহিত করে।

আমি এখন আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে সবথেকে ভালো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ছবিগুলি দেখার মতো সুযোগ আমাদের জীবনে হয়েছিল। একটি উন্নয়নশীল দেশে বাস করেও শুধুমাত্র ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কল্যাণেই আমার এই অভিজ্ঞতা ও পঠনপাঠন। এই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কর্মী ও আধিকারিকদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সম্পর্কেও আমার মধ্যে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এই উৎসবকে সফলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে যে প্রচুর সহায়সম্পদের প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও আমি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন।

এবার আসুন, আরও ৩৫টি বছর আমরা পেরিয়ে আসি। জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম (এনএফডিসি)-এর কর্মী ও আধিকারিকদের নিরন্তর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আমি আজও সমানভাবে লক্ষ্য করি। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা চেষ্টা করে আসছেন এই আন্তর্জাতিক উৎসবকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে আরও বেশি মাত্রায় প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ফিল্ম সংগ্রহ করে আনতে প্রয়োজন হয় প্রয়াসসাধ্য পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের মধ্যে নিরন্তর সমন্বয় ও যোগাযোগ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভেতরে ও বাইরে এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে নিরন্তরভাবেই।

আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি, যখন বড় বড় এবং ভারী ভারী ফিল্মের ক্যান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সংগ্রহ করে আনার প্রয়োজন হয় না। কারণ, আমরা এখন বাস করছি এক ডিজিটাল যুগে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভালো ভালো ছবি এখন স্থানান্তরযোগ্য। সংগ্রহের পর তা প্রযুক্তিগত নানা পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কর্মসূচিতে।

চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে এই উৎসবের নতুন নতুন সেকশন, বিভিন্ন ধরনের রেট্রোস্পেক্টিভ, প্রতিদিনের প্যানেল ডিসকাশন, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আরও বেশি করে আকর্ষণ যুগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতের তরুণ চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব এবং ফিল্ম সোসাইটির কর্মীদের ঘিরে উৎসবের আঙিনা হয়ে ওঠে জমজমাট। ডিজিটাল মিডিয়ার রূপান্তর প্রচেষ্টা উৎসবের আয়োজকদের এক বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলির কাছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মনোরঞ্জনের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কেও তা বিশেষ ধারণার সৃষ্টি করে।

এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের পেছনে বর্তমানে আরও একটি উদ্দেশ্যও কাজ করে। তা হল, তরুণ ও যুবকদের মনে চলচ্চিত্র ভাবনা সম্পর্কে এক নতুন পরিসর গড়ে তোলা। বড় বড় পর্দায় শুধু ভালো ছবি দেখাই নয়, বরং এই উৎসব হল জীবন ও চলচ্চিত্রের এক বিশেষ উদযাপন। এই চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে গোয়ার পক্ষ থেকে যে প্যাকেজ আমরা উপহার পেয়ে থাকি তা হল, চমৎকার এক ইতিহাস, শিল্পকলা এবং স্থাপত্যের এক বিশেষ মেলবন্ধন। সেইসঙ্গে, গোয়ার অধিবাসীদের বন্ধুসুলভ আচরণ আমাদের সকলের কাছেই আরও একটি বিশেষ পাওয়া।

পরিশেষে আমার একটি কথাই বলার রয়েছে তা হল, শতাব্দী প্রাচীন অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা একথা উপলব্ধি করেছি যে চলচ্চিত্র হল সকলকে সঙ্গে নিয়ে এক মিলিত অভিজ্ঞতা। যে কোন মানুষই নিভৃত গৃহকোণে একান্তভাবে একটি ভালো সিনেমা দেখতেই পারেন। কিন্তু চলচ্চিত্রকে যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অঙ্গ রূপে আমরা গড়ে তুলতে আগ্রহী হই, তাহলে অবশ্যই আমাদের বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, চলচ্চিত্রের দর্শক এবং সম্পূর্ণভাবে অপরিচিতদের সঙ্গেও এই উৎসবে বসে তা দেখতে হবে। এইভাবেই চলচ্চিত্রের মতো একটি বিষয় মানুষে-মানুষে মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে পারে। সমসাময়িক বিশ্বে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছিন্নতা যখন মানব মনকে বিভ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে, তখন এই চলচ্চিত্র উৎসবই হয়ে উঠতে পারে আমাদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এক বিশেষ মাধ্যম।

ভাষানীতি রূপায়ণে কীভাবে এগোচ্ছে কেন্দ্র

অশোক সেনগুপ্ত

> শাহ ‘ভারতের ভাষা’ হিসাবে হিন্দির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ইংরেজির বিকল্প হিসাবে, বিশেষ করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগের জন্য এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার জন্য সমর্থন করেন। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হিন্দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় ঐক্যের বুননে একীভূত করা। এই উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। শাহ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ২২০০ জন হিন্দি শিক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেন। শাহ জানান, ইংরেজির বদলে হিন্দি পড়ানো হবে। সঙ্গে, স্থানীয় ভাষা যেভাবে পড়ানো হয়, সেভাবেই পড়ানো চলবে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশকে অবশ্য এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়।

অতি সম্প্রতি জীবনবীমা নিগমের (এলআইসি) ওয়েবসাইট রাতারাতি ইংরেজি থেকে হিন্দিতে পর্যবসিত করার চেষ্টা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরে প্রতিবাদে সরব হয় তামিলনাড়ু সরকার ও সে রাজ্যের একাধিক বিরোধী দল। প্রতিবাদের মুখে ঘটনাটিকে ‘যান্ত্রিক ত্রুটি’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাটি।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে বিষয়টিকে ‘ভাষা-সন্ত্রাস’ আখ্যা দেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তিনি বলেন, ‘দেশজুড়ে বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষদের উপরে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার।’

ভারতের নিজস্ব ভাষা হিসাবে হিন্দির গুরুত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই। অনেকের মতে, এই চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের একটি রূপ।

১৯৫১ সালে ভারতে মাতৃভাষা হিসাবে প্রায় ১,৬৫২টি ভাষা ব্যবহৃত হত। যেখানে দেশের তৎকালীন প্রায় ৪৫ কোটি জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ ১৪টি ভিন্ন ভাষার একটিতে কথা বলে। সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল হিন্দি। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ-র কথ্যভাষা ছিল সেটি।

ইংরেজির বিকল্প ভাষার পুষ্টিসাধনেয়গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সক্রিয়তা আগের তুলনায় বেড়েছে। ২০২১-এর ১০ অগস্ট সংসদীয় সরকারি ভাষা কমিটির ৩৬ তম বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমাদের নেতারা আমাদের ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজিকে প্রাধান্য না দেওয়ার জন্য তাঁরা সচেতনতা দেখিয়েছিলেন। সে কারণেই আজ আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ। স্থানীয় ভাষাগুলোও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং দিনে দিনে সরকারি ভাষা হিন্দিও সমৃদ্ধ হয়েছে। কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করে বলেন, আমাদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিত যাতে স্থানীয় ভাষার বন্ধু হিসাবে সরকারী ভাষা হিন্দির বিকাশ সহজে ঘটতে পারে। চাপিয়ে দিয়ে করা উচিত নয়, চাপিয়ে দিলে হিন্দি প্রত্যাখ্যাত হয়ে মারা যেত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কারিগরি শিক্ষা এবং মেডিকেল শিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমকে সরকারী ভাষায় অনুবাদ করার কাজ শুরু হয়েছে। দেশে পরিবর্তন আসতে চলেছে। যদি কারিগরি শিক্ষা এবং চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম সরকারী ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তাহলে হিন্দিতে অধ্যয়নরত শিশুরা ডাক্তারি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ডাক্তার হতে পারে। তারা হিন্দিতে গবেষণাও করতে পারে। একইভাবে কারিগরি শিক্ষায় প্রকৌশলের সব শাখার পাঠ্যক্রমও অনুবাদ করা হবে।

২০২২-এর ৮ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সংসদীয় সরকারি ভাষা কমিটির ৩৭তম বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফের এক দেশ এক ভাষার প্রশ্নে সরব হন। তিনি বলেন, ইংরেজির পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দিকেই আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার কথা ভাবছে সরকার। সেই কারণে তাঁর পরামর্শ, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষেরা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন, তখন ইংরেজির বদলে উচিত হিন্দিতে কথা বলা উচিত। হিন্দিকে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে গোটা দেশে পড়ানোর ব্যাপারে এগোতেই প্রতিবাদ উঠতে শুরু করে। তামিলনাড়ু আগেই প্রতিবাদ করে।

বৈঠকে শাহ বলেন, দেশে সকলের জন্য এমন একটি ভাষার প্রয়োজন রয়েছে যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব পরিচয়কে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। একমাত্র হিন্দি ভাষার ক্ষমতা রয়েছে দেশকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার। শাহর যুক্তি ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ৭০ শতাংশ কাজই এখন হিন্দিতে তৈরি করা হয়। তাই হিন্দির উপরেই জোর দেওয়াটা দরকার বলে মনে করেন তিনি। ‘হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার’ ওই মন্তব্যের সমালোচনা করে সরব হন বিরোধীরা। বিরোধীদের মতে, এ ভাবে একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার আদৌ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবে না। উল্টে তা দেশকে ভেঙে দিতে পারে। কংগ্রেস থেকে শুরু করে শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীরা অমিত শাহের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের মাতৃভাষা হিন্দি নয়। তা ছাড়া ভারতের মতো বৈচিত্রময় দেশকে একটি ভাষার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। তাঁদের মতে, এ হল সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান নীতির অংশ, অতীতে যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও। যেখানে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেছিল বিজেপি। যে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছিল দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি। শাহের মন্তব্য প্রসঙ্গে ডিএমকে সাংসদ কানিমোজি বলেন, ‘এতে হিতে বিপরীত হবে। হিন্দির মাধ্যমে ঐক্য বাড়াতে গিয়ে অনৈক্যই তৈরি হবে। বিভাজন তৈরি হবে দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের।’ পিএমকে দলের নেতা এস রামডসের মতে, ভারতের সরকারি ভাষাগুলির মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করুক ইংরেজি। কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির কটাক্ষ, ‘ইংরেজিতে না হোক, অমিত শাহ অন্তত হিন্দিতেই বলুন দেশে কেন এত বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে? অতীতে ভাষা নিয়ে অনেক রক্ত ঝরেছে। তাই এ নিয়ে ফের দ্বন্দ্ব হোক তা মোটেই কাম্য নয়।’

শাহর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে টুইট করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া লেখেন, ‘একজন কন্নাডিগা হিসেবে আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সরকারি ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম সংক্রান্ত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা জানাচ্ছি। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয় এবং আমরা সেটা কোনও দিন হতেও দেব না।’ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁদের দল হিন্দির বিরোধী নয়। কিন্তু, যেভাবে হিন্দিকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাঁরা এর বিরোধী।

শাহ ‘ভারতের ভাষা’ হিসাবে হিন্দির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ইংরেজির বিকল্প হিসাবে, বিশেষ করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগের জন্য এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার জন্য সমর্থন করেন। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হিন্দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় ঐক্যের বুননে একীভূত করা। এই উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। শাহ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ২২০০ জন হিন্দি শিক্ষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেন। শাহ জানান, ইংরেজির বদলে হিন্দি পড়ানো হবে। সঙ্গে, স্থানীয় ভাষা যেভাবে পড়ানো হয়, সেভাবেই পড়ানো চলবে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশকে অবশ্য এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের মাতৃভাষা হিন্দি নয়। তা ছাড়া ভারতের মতো বৈচিত্রময় দেশকে একটি ভাষার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। তাঁদের মতে, এ হল সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান নীতির অংশ, অতীতে যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও। যেখানে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেছিল বিজেপি। যে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছিল দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি। শাহের মন্তব্য প্রসঙ্গে ডিএমকে সাংসদ কানিমোজি বলেন, ‘এতে হিতে বিপরীত হবে। হিন্দির মাধ্যমে ঐক্য বাড়াতে গিয়ে অনৈক্যই তৈরি হবে। বিভাজন তৈরি হবে দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের।’ পিএমকে দলের নেতা এস রামডসের মতে, ভারতের সরকারি ভাষাগুলির মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করুক ইংরেজি। কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির কটাক্ষ, ‘ইংরেজিতে না হোক, অমিত শাহ অন্তত হিন্দিতেই বলুন দেশে কেন এত বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে? অতীতে ভাষা নিয়ে অনেক রক্ত ঝরেছে। তাই এ নিয়ে ফের দ্বন্দ্ব হোক তা মোটেই কাম্য নয়।’

শাহর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে টুইট করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া লেখেন, ‘একজন কন্নাডিগা হিসেবে আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সরকারি ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম সংক্রান্ত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা জানাচ্ছি। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয় এবং আমরা সেটা কোনও দিন হতেও দেব না।’ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁদের দল হিন্দির বিরোধী নয়। কিন্তু, যেভাবে হিন্দিকে

অমিত শাহ বলেন, সরকারি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা কোনও আইন বা নির্দেশিকা মেনে হয় না, তা হয় সদিচ্ছা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। নানা ভাষা আমাদের দেশের ঐক্যকে ধরে রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের ৯টি খণ্ড অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৯-এর পর থেকে তিনটি খণ্ড অনুমোদিত হয়। এইসব খণ্ড বিষয়ভিত্তিক। দ্বাদশ খণ্ডটি ‘সরলীকরণ’ সংক্রান্ত।

আইনজীবীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট মহকুমা আদালতের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত চাজন আইনজীবী, তারই প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকেই একদিনের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে বসিরহাট মহাকুমার আদালতের প্রায় ৪০০ জন আইনজীবী। তাদের দাবি, যেখানে নিজেদেরই সুরক্ষা নেই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এই আদালতে সাধারণ মানুষের কিভাবে আমরা সুরক্ষা দেব। অবিলম্বে যেসব দুষ্কৃতীরা আইনজীবীদের মারধর করেছে তারেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। তারই প্রতিবাদে এই কর্ম বিরতি বসিরহাট আদালতের আইনজীবীদের।

গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুড়াপ: বাবার কাছে মাংস খাওয়ার বায়না করেছিল পাঁচ বছরের শিশু। মেয়েকে রেখে মাংস কিনতে বাজারে গিয়েছিলেন বাবা। পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট, বাবা ফিরে এসে দেখেন, ঘরে মেয়ে নেই। শুরু হয় খোঁজ। খুব স্বাভাবিকভাবেই আশপাশের বাড়িগুলিতে খোঁজ করছিলেন বাবা। এক প্রতিবেশীর বাড়িতে মশারি জড়ানো অবস্থায় পড়ে ছিল পাঁচ বছরের মেয়ের দেহ। ভয়ঙ্কর নৃশংস ঘটনা হুগলির গুড়াপে। পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ শিশুকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন বাবা ও পরিবারের সদস্যারা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এক প্রতিবেশীর বাড়িতে ওই শিশুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর খবর দেওয়া হয় গুড়াপ থানায়।

গুড়াপ থানার পুলিশ গিয়ে শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। অভিযুক্তকে ধরে বেধড়ক মারধর করেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে এই মামলা তদন্তের সার্কেল ইন্সপেক্টর ধনিয়াখালির উপর দেওয়া হয়েছে। চুঁচুড়া জেলা হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হবে। ঘটনার পর হুগলি জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসারা ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলাকাবাসী এবং নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশ সুপার এই মামলার তদন্তের সহায়তার জন্য হুগলি জেলার উচ্চ পদস্থ কর্তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছেন। শিশুর বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ, অভিযুক্ত এর আগে বহুবার গবাদি পশুদের সঙ্গে এমন ঘৃণ্য কাজ করেছে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, তখন এত বুঝতাম না।

হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিস্ট্রেশন নম্বর -১৬১(এন) তাং -১৯.১২.১৯৭৪

গ্রাম+পোস্ট—হাঁসপুকুরিয়া, থানা— পলাশীপাড়া, জেলা—নদীয়া, পিনকোড—৭৪১১৬০

নোটিশ

স্মারক নং ১১/HANS/এ.আর.ও তারিখ: ২৫.১১.২০২৪

এতদ্বারা হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে পলাশীপাড়া থানা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ না পাওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে (স্মারক সংখ্যা ০৮/HANS/এ.আর.ও, তাং ২১.১০.২০২৪ দ্বারা) যে ডেলিগেট নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল সেই স্থগিত থাকা ডেলিগেট নির্বাচন আগামী ইংরেজি ০৮-১২-২০২৪ তারিখে(রবিবার) হাঁসপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ৩ টে অবধি অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐদিন ভোটগ্রহণ শেষে ভোটগননা ও ফল ঘোষণা করা হবে। নির্বচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হলো। উল্লেখ্য যে নির্বাচনক্ষেত্রগুলোতে(অমীমাংসিত)নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং যতজন ডেলিগেট(অমীমাংসিত) নির্বাচিতহবে সংরক্ষণ সহ তা নিচে দেওয়া হল :-

১, হাঁসপুকুরিয়া মাঠপাড়া ও স্কুলপাড়া (অসংরক্ষিত-৮)
২, হাঁসপুকুরিয়া সেখপাড়া ও পশ্চিমপাড়া(অসংরক্ষিত-৭ ,মহিলা-১)
৩, হাঁসপুকুরিয়া মসজিদপাড়া, মল্লিকপাড়া ও মোল্লাপাড়া(অসংরক্ষিত-৮ ,মহিলা-১)
৪, হাঁসপুকুরিয়া দক্ষিণপাড়া(রিফিউজিপাড়া)(অসংরক্ষিত-৬ ,মহিলা-১)
৫, হাঁসপুকুরিয়া তিলিপাড়া,ভুঁড়িপাড়া ও নমপাড়া(অসংরক্ষিত-৮, তপশিলি জাতি-১)
৬, হাঁসপুকুরিয়া বাজারপাড়া,নতনপাড়া,দত্তপাড়া(অসংরক্ষিত-৫)
৭, হাঁসপুকুরিয়া নলপুকুর,পূর্বপাড়া,ক্যাম্পপাড়া, কাপালিকপাড়া, রায়পাড়া (অসংরক্ষিত-৮ , মহিলা-১)

যে সমস্ত নির্বাচনক্ষেত্রগুলোতে ভোট হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা উক্ত নির্বাচনক্ষেত্রের সমস্ত ভোটারদের এই ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আরও বিশদে জানতে সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অণুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

TATA ELXSI LTD.
ITPP RD, WHITEFIELD,
BANGALURU-560048

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has been lost and the holder of the said securities have applied to the Company to issue duplicate certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.Name of holder RATNA SAHA(Place) KOLKATA, Kind of Securities and face value EQUITY SHARES Rs. 10/- each, No. of Securities 200, Distinctive number[s] 22086711-22086810,9914611-9914710 Name of holder RATNA SAHA. Date 26.11.2024.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এস.এম.ই. ফিনান্স ব্রাঞ্চ (৫৯১৩)
৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা -৭০০০০১

সংশোধনী

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এস এম ই ফিনান্স ব্রাঞ্চ, ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা -৭০০০০১, এর দখল নোটিশ বিজ্ঞাপন এই সংবাদপত্রে ১৬.১১.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত **কবিরুল ইসলামের** নামে। **ক্রম নং ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ এর স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, পুরসভা প্রেমিসেস নং** পড়তে হবে **"৫জি গোবরা রোড"** - ২এ গোবরা রোডের পরিবর্তে। অন্যান্য সকল বিস্তারিত একই থাকবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

তারিখ : ২৬.১১.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফের পিছল কয়লা কাণ্ডের চার্জফ্রেম গঠনের দিন, পরবর্তী তারিখ ১০ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কলকাতা পুলিশ বিকাশ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করায় সোমবার কয়লা পাচার কাণ্ডে আসানসোলের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে বিকাশ মিশ্রর অনুপস্থিত নিয়ে জটিলতা ফলে সম্ভব হল না চার্জ গঠন। এদিন চার্জে নাম থাকা ৪৮ জনের মধ্যে ৪৭ জনই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কালীঘাট থানার পুলিশ বিকাশকে গ্রেপ্তার করায় স্বাভাবিকভাবে আসানসোল সিবিআই আদালতে আসতে পারেনি বিকাশ। বিচারক চেষ্টা করেছিলেন বিকাশ মিশ্রকে এদিন ভার্চুয়াল উপস্থিত করানোর। কিন্তু সোমবার আলিপুর আদালতে পেশ করার পর বিকাশকে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নেয়। এই রায় না আসা পর্যন্ত বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। ৩ টের পর চার্জফ্রেমের পরবর্তী দিন ঘোষণা হয়। কয়লা কাণ্ডের মামলায় পরবর্তী চার্জফ্রেমের দিন আগামী ১০ ডিসেম্বর।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ নভেম্বর এই মামলার চার্জ গঠনের দিন ছিল। সেদিন বিকাশ মিশ্র আসানসোল সিবিআই আদালতে হাজির থাকলেও অন্য দু'জন গরহাজির ছিলেন। যার মধ্যে একজন মারা গেছেন। অন্যজন অসুস্থ ছিলেন। তাই চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও, চার্জ গঠন করা যায়নি। সেদিন অভিযুক্তদের আইনজীবীদের তরফে সিবিআইয়ের দেওয়া ধারা নিয়ে আপত্তি করে, সওয়াল করার সময় চেয়েছিলেন। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করে। মামলায় অভিযুক্তদের তরফে অন্যতম তিন আইনজীবী শেখর কুণ্ডু, সোমনাথ চট্টরাজ ও অভিষেক মুখোপাধ্যায় গত ১৮ নভেম্বর সওয়াল করেছিলেন। সেদিন শুনানি শেষে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী ২৫ নভেম্বর সোমবার সিবিআইকে চার্জ গঠন করার নির্দেশ দেন।

অভিযুক্তদের আইনজীবী অভিষেক মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কলকাতায় কোনও এক মামলায় বিকাশ মিশ্রকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যার ফলে বিকাশ মিশ্র আসানসোলের সিবিআই আদালতে হতে পারেনি। তাই সোমবার কয়লা কাণ্ডে চার্জ গঠন হল না। বিচারক আগামী ১০ ডিসেম্বর চার্জ গঠনের তিন ধার্য করেছেন।

সীমান্ত এলাকায় জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্ত এলাকায় জনসংযোগ বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে স্থানীয়দের জনসংযোগ বাড়াতে গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর, শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকায় শিশু, মানবপাচার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের তারালি ও আমুদিয়া বিওপির উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্য দিয়ে চলে এই কর্মসূচি। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল বিএসএফ ভার্সেস আমুদিয়া এবিএসআর ক্লাবের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভলিবল টুর্নামেন্ট। এই ইভেন্টে বিজয়ী হয় আমুদিয়া এবিএসআর ক্লাব, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিএসএফের টিম। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সেকেন্ড ইন কমান্ডডেন্ট অর্জুন সিং ভান্ডারী, টুআইসি দেবেন্দ্ররগুলাটি স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক শেখর দাস মানা সহ একাধিক বিশিষ্টজনের। দীর্ঘক্ষণ খেলার পর, শেষে বিজয়ী আমুদিয়া এবিএসআর ক্লাবকে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন বিএসএফের সেকেন্ড ইন কমান্ড অর্জুন সিং ভান্ডারী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তারালি বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুমহন ঘোষ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A"
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ (নির্ধারিত ঋণদাতা) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে "যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" **১১.১২.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে** পর্যন্ত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	রুম্পা গুইন শাখা : কলকাতা মেন	ফ্ল্যাট নং বি১, পরিমাণ ৮৮০ বর্গফুট, ২য় তলে, উইন্ড ভিলা, প্রেমিসেস নং ৩০৫, মহাত্মা গান্ধি রোড,ওয়ার্ড নং ১৪২, কেএমসি অধীন, কলকাতা : ৭০০১০৪।	ক) স্বত্ব খ) জানা নেই গ) ২২.০০ লাখ টাকা ঘ) ২.০০ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30015911390 ছ) ২৭,৩৩,৭৮৭ টাকা (২৪.০৮.২০২২ অনুযায়ী)
২	শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস এবং মেসার্স আলিশা আদিত্য এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বা : সঞ্জয় কুমার দাস শাখা : কলকাতা মেন।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা ৬ ছটাক, প্লট নং ১০ এবং ১২, মৌজা : কোদালিয়া, জেএল নং ৩৫, আরএস দাগ নং ২১৯৯, এলআর দাগ নং ২৩৩৬, হোল্ডিং নং ৭৭২, জে এন বসু রোড, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২১, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জি-৩ তলা ভবন নির্মিত তদস্থিত।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৮৫.০০ লাখ টাকা ঘ) ৮.৫০ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30246821796 ছ) ৫২,২৬,৮৯৪.০১ টাকা (৩১.০৫.২০২১ অনুযায়ী)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি-র স্ট্যাটাসের জন্য support.ebkray@ps-balliance.com ইমেল করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং "৮২৯১২ ২০২২০" -এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : দীপক কুমার দে, অনুমোদিত অফিসার (০৩৩) ২২৩০ ৮৯৯২/২২৩০ ৬৭৭২

তারিখ : ২২.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা স্বা/-, অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৩.১২.২০২৪
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা- সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপার্স প্রা লি** **ঠিকানা :** ৪৬, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ৪, কলকাতা- ৭০০০১২ **ব্যক্তিগত জামিনদার- (১) শ্রী সাকেত খৈতান,** পিতা-শশী কান্ত খৈতান **ঠিকানা-** ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **(২) শ্রী সৌরভ খৈতান,** পিতা বিজয় কুমার খৈতান, ঠিকানা- ৫০৩ গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট, শান্তি ভবন, ব্যাঙ্ক মোড়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড-৮২৬০০১। **(৩) শ্রীমতী কিরণ খৈতান,** পিতা-মাতাদিন টিব্রেওয়াল, **ঠিকানা-** ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **(৪) শ্রী অভিষেক টিব্রেওয়াল,** পিতা- লক্ষ্মণ প্রসাদ টিব্রেওয়াল, **ঠিকানা-**ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮ **(৫) শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র,** পিতা- প্রথম নারায়ণ মিশ্র, **ঠিকানা-** রানিয়া এ, প্রগতি পার্ক, রাজপুর সোনারপুর(এম), বোড়াল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫৪ এবং **কর্পোরেট জামিনদার- সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড।** ঠিকানা- ৪৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১২	**সম্পত্তি নং ১ :** ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, পরিমাণ এরিয়া ১১৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। (স্বত্ব দখলীকৃত)। **সম্পত্তি নং ২ :** ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, পরিমাণ এরিয়া ১১০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। (স্বত্ব দখলীকৃত)। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন 'সাকেত সদন ' নামে পরিচিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অবিচ্ছেদ্য অংশ জমি বা চাতালের বা অংশ নির্মিত জমির পরিমাণ ১১ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৩১এ, রায় বাহাদুর রোড, থানা : বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৮, বরো নং ১৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা ৭০০০৩৪, আরএস প্লট নং দাগ নং ৭২৫/১৫১৯ এবং অশ আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫২৫, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ১১৭৯, মৌজা : পাঁজা সাহাপুর, জেএল নং ৯, তৌজিনং ১৫৯, ২০৬, ২১০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত ফ্ল্যাট সাকেত প্রোমোটারস লি কর্তৃক বন্ধকদত্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০০৪২৬ -২০১৯ সালের। সংশ্লিষ্ট সাকেত সদন বসবাসের ভবন যে প্রেমিসেসে নির্মিত তার **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুনীল ঘোষের ভবন, পূর্বে : জমি প্রেমিসেস নং ২৩১, রায় বাহাদুর রোড, দক্ষিণে : রায় বাহাদুর রোড, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক। **দ্রষ্টব্য : উক্ত সম্পত্তির এসএ ডিআরটি-১ সমীপে দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ/২৭৫/২০২৩। যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	২,৩৪,২৪,৯৯৫.০০ টাকা (দুই কোটি চৌত্রিশ লাখ চব্বিশ হাজার নশো পঁচানব্বই টাকা) ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫	সম্পত্তি নং - ০১ ক) ৫০,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৬,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং - ০২ ক) ৪৬,০৯,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৬০,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৬.১২.২০২৪**
২	**ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতী সীমা মন্ডল** স্বামী সঞ্জিত মন্ডল **ঠিকানা** - সাধুর বাগান, পো. এবং থানা - রানাঘাট, নদিয়া - ৭৪১২০১ **এবং** নিয়ন রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ৩এল, ব্লক - সি, ৪র্থ তল, ১৮, গুহ পার্ক (পূর্বে ৭ গুহ পার্ক) থানা - লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ (সিলভার জুবিলি হাসপাতালের নিকট) এবং **শ্রীমতী সীমা মন্ডল স্বত্বাধিকারী সীমা এন্টারপ্রাইজ** **ঠিকানা** - ১৬৫, সাধুর বাগান, পো. এবং থানা - রানাঘাট, নদিয়া - ৭৪১২০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৮ বর্গফুট কমবেশি চতুর্থতলে, ব্লক সি, "নিওন রেসিডেন্সি" এবং অবিভক্ত সমানুপাতিক যথাযথ অংশ জমির এবং সকালের সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার এবং বাস্তু জমির পরিমাণ ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) মৌজা : লিলুয়া থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, বর্তমান প্রেমিসেস /হোল্ডিং নং ১৮ গুহ পার্ক, (পূর্বতন ৭, গুহ পার্ক) ওয়ার্ড নং ৬৫, দাগ নং ১৯৯৬, খতিয়ান নং ১৪০৭, (বর্তমানে ৬৩৯), এলআর খতিয়ান নং ৬৭১৪, পিন : ৭১১২০৪, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন। **সম্পত্তি শ্রীমতি সীমা মন্ডল উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৫২৬১-২০২১ সালের,** ভল্যুম নং ১৯০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৩০৪৬০১ থেকে ৩০৪৬৬০, নথিভুক্ত বুক নং ১, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস এআরএ-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য : উক্ত সম্পত্তির এসএ ডিআরটি-১ সমীপে দাখিল করা হয়েছে উল্লেখ্য এসএ/২৭০/২০২৩। যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	২৯,০৪,৪১৬.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষোলো টাকা) ২৪.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ)২৫.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৫,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৪,৯০০.০০ টাকা গ) ৩০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৬.১২.২০২৪**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুগ্রহ করে পাথ দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৬.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

TATA

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN U65990MH1991PLC060670
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ওয়েব www.tatacapital.com

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেনট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) (আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল (রুলস) ৩ সংস্থান অধীনে।

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের (টিসিএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে বিস্তারিত দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/দায়বদ্ধকারীগণকে (সকলকেই ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়বদ্ধকারী নিম্নোক্ত মতে তালিকা অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে। সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশের কপি রেজিস্টার্ড ডাকে এডি সহ পাঠানো হয়েছে এবং তার কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকেও পাওয়া যাবে, এবং উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ), ইচ্ছা করলে,সংশ্লিষ্ট কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে যেকোনও কাজের দিন অফিসের সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত দায়বদ্ধকারীগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ টিসিএলকে (টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি এর অধিগ্রহণকারী, এনসিএলটি, মুম্বই কর্তৃক সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদিত) এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে পারেন, সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নাম অনুযায়ী যা নিম্নোক্ত স্তম্ভ (ঘ) তে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রদানের তারিখ এবং /বা উশুল, ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/লেখা, যদি কিছু থাকে, সম্পাদিত মতে উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক। ঋণ বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে জামিন হিসেবে নিম্নোক্ত জামিন সম্পদ (সমূহ) উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক টিসিএল এর নিকট দায়বদ্ধ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরদায়ী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম (খ)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	দাবি নোটিশ এবং এনপিএ তারিখ (ঘ)	জামিনদত্ত এবং দায়বদ্ধ সম্পদের বিস্তারিত (ঙ)
২১৮৫১২০ এবং WCD0071	১. **প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা.) লি.** পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ ...ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধকারী ২. **শ্রী অজয় কোঠারি জামিনদাতা** ২৩/২১৬এ, রামতনু লাহিড়ি সরণি, নিউ আলিপুর এসবিআই শাখার বিপরীতে, ব্লক - জে, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩ ৩. **শ্রী নন্দ লাল কোঠারি জামিনদাতা** ২৩/২১৬এ, রামতনু লাহিড়ি সরণি, নিউ আলিপুর এসবিআই শাখার বিপরীতে, ব্লক - জে, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৩	লোন অ্যাকাউন্ট পরিমাণ ১৩,৮৩,১৬, ১৯২.৩১ টাকা (তেরো কোটি তিরাশি লাখ যোলো হাজার একশ বিরানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) টাকা ১৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী	২২.১১.২০২৪ এবং ০৮.১০.২০২৪ যথাক্রমে	(শিডিউলে বিস্তারিত উল্লেখ আছে)

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত দাবি নোটিশে তারিখ ২২.১১.২০২৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধি/উত্তরদায়ীগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়দায়িত্বে। উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইনি সতর্কতা লঙঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

তপশিল:
নোটিশ নং ১, অধীনে প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা.) লি. এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ, আইটেম ১

সার্ভে/ডোর পাট্টা/ খাতা নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং ....../ফ্ল্যাট নং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস, ইউনিট নং ৩০১, চতুর্থ তলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং নির্মিত জমির প্লট পরিমাণ ৩ কাঠা এবং ৬ ছটাক ৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০এ, সি আই টি স্কিম নং ৬ই, আরও পরিচিত পি-৪, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা : ৭০০০৭২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
পরিমাণ /সম্পত্তির পরিধি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, চারতলায়, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট।
স্থান/চিহ্নিতকরণ স্থান/ এলাকার নাম, মহল্লা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, চারতলায়, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০এ, সি আই টি স্কিম নং ৬ই, আরও ঠিকানা : নং পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা: বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা : ৭০০০৭২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
নগর/জেলা :	কলকাতা
চৌহদ্দি :	
উত্তরে :	প্রিন্সেপ স্ট্রিট
দক্ষিণে :	সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি এবং চাতাল ভবনের এবং অংশত সকলের ব্যবহারের লিফট শ্যাফট ভবনের।
পূর্বে :	সংলগ্ন প্রেমিসেস নং ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট।
পশ্চিমে :	ভবনের প্রধান প্রবেশ পথ।

দফা ২

সার্ভে/ডোর পাট্টা/খাতা নং পাট্টা/ খাতা নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং / ফ্ল্যাট নং	বসবাসের ফ্ল্যাট /অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-১১৪, ১২শ তল, টাওয়ার নং ই
পরিমাণ / সম্পত্তির পরিধি	সুপার এরিয়া ১১০০ বর্গফুট
সম্পত্তির অধিকারের মেয়াদ	দায়মুক্ত অধিকার
স্থান /স্থান চিহ্নিতকরণ/এলাকার নাম, মহল্লা	দায়মুক্ত অধিকার বসবাসের ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-১১৪, ১২শতল, টাওয়ার নং ই, সুপার এরিয়া ১১০০ বর্গফুট (৮৪৮.৮৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া) অবস্থিত লেআউট প্ল্যান কমপ্লেক্সের পরিচিত রাহেজাস নবদয় এবং সামপদ সেক্টর -৯২, গুহগাঁও, বর্তমান পরিচিত গুরুগ্রাম, জমির যথাযথ সমানুপাতিক অংশের অধিকার এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং ইউবি-২২০, আপার বেসমেন্ট কমপ্লেক্সের।
নগর/ জেলা :	গুরুগ্রাম (পূর্বতন গুরগাঁও নামে পরিচিত)।

দফা ৩

সুবিধার ধরন	চার্জের ধরন
সুবিধা- ১ চুক্তি ঋণ সুবিধা - **জিইসিএল**	চার্জের সম্প্রসারণ (দ্বিতীয় চার্জ ভিত্তিক)কোম্পানি স্টক এবং বুক ডেটস, উভয় বর্তমান এবং ভবিষ্যত
সুবিধা - ২ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দাবি ঋণ সুবিধা	ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লি. সহ এর বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোম্পানির মজুত এবং বুক ডেটসের প্রাথমিক শুল্ক

তারিখ : ২২.১১.২০২৪
স্থান : মুম্বই

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

TATA

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN U65990MH1991PLC060670
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ওয়েব www.tatacapital.com

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেনট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) (আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল (রুলস) ৩ সংস্থান অধীনে।

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের (টিসিএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে বিস্তারিত দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে (সকলকেই ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়বদ্ধকারী নিম্নোক্ত মতে তালিকা অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে। সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশের কপি রেজিস্টার্ড ডাকে এডি সহ পাঠানো হয়েছে এবং তার কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকেও পাওয়া যাবে, এবং উক্ত দায়বদ্ধকারী(গণ), ইচ্ছা করলে, সংশ্লিষ্ট কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে যেকোনও কাজের দিন অফিসের সময়ে সংগ্রহ করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত দায়বদ্ধকারীগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ টিসিএলকে (টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি এর অধিগ্রহণকারী, এনসিএলটি, মুম্বই কর্তৃক সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদিত) এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে পারেন, সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নাম অনুযায়ী যা নিম্নোক্ত স্তম্ভ (ঘ) তে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রদানের তারিখ এবং /বা উশুল, ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য নথি/লেখা, যদি কিছু থাকে, সম্পাদিত মতে উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক। ঋণ বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে জামিন হিসেবে নিম্নোক্ত জামিন সম্পদ (সমূহ) উক্ত দায়বদ্ধকারীগণ কর্তৃক টিসিএল এর নিকট দায়বদ্ধ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরদায়ী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম (খ)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	দাবি নোটিশ এবং এনপিএ তারিখ (ঘ)	জামিনদত্ত এবং দায়বদ্ধ সম্পদের বিস্তারিত (ঙ)
২১৮৭৫৬১৬	১. **প্রাইম মুভারস অটো এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড** ৫ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭২ ইমেল : ajaykothari@primemovers.in munnakothari@primemovers.in **আরও ঠিকানা** - পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ ... ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা ২. **শ্রী অজয় কোঠারি ... জামিনদাতা** ২৩/২১৬এ, রামতনু লাহিড়ি সরণি, নিউ আলিপুর এসবিআই শাখার বিপরীতে, ব্লক - জে, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩ ৩. **শ্রী নন্দ লাল কোঠারি ... জামিনদাতা** ২৩/২১৬এ, রামতনু লাহিড়ি সরণি, নিউ আলিপুর এসবিআই শাখার বিপরীতে, ব্লক - জে, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৩ ৪. **প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা.) লি.** ৫ সুতারকিন স্ট্রিট, বউবাজার, কলকাতা - ৭০০০৭২ **আরও ঠিকানা** - পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ ...কর্পোরেট জামিনদাতা/বন্ধকদাতা	লোন অ্যাকাউন্ট পরিমাণ ৮৬,০০, ৫২৯.২৫ টাকা (ছিয়াশি লাখ পাঁচশ উনত্রিশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ১৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী	২২.১১.২০২৪ এবং ০৩.১০.২০২৪ যথাক্রমে	(শিডিউলে বিস্তারিত উল্লেখ আছে)

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত দাবি নোটিশে তারিখ ২২.১১.২০২৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উত্তরদায়ীগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/আইনি প্রতিনিধিগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়দায়িত্বে। উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইনি সতর্কতা লঙঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

তপশিল
প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা) লি., নোটিশ প্রাপক নং ৪ এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
দফা ১

সার্ভে/ডোর পাট্টা/ খাতা নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং ....../ফ্ল্যাট নং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস , ইউনিট নং ৩০১, চতুর্থ তলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং নির্মিত জমির প্লট পরিমাণ ৩ কাঠা এবং ৬ ছটাক ৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০এ, সি আই টি স্কিম নং ৬ই, আরও পরিচিত পি-৪, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা : ৭০০০৭২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
পরিমাণ /সম্পত্তির পরিধি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, চারতলায়, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট।
স্থান/চিহ্নিতকরণ স্থান/ এলাকার নাম, মহল্লা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, চারতলায়, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০এ, সি আই টি স্কিম নং ৬ই, আরও ঠিকানা : নং পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা: বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা : ৭০০০৭২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
নগর/জেলা :	কলকাতা
চৌহদ্দি :	
উত্তরে :	প্রিন্সেপ স্ট্রিট
দক্ষিণে :	সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি এবং চাতাল ভবনের এবং অংশত সকলের ব্যবহারের লিফট শ্যাফট ভবনের।
পূর্বে :	সংলগ্ন প্রেমিসেস নং ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট।
পশ্চিমে :	ভবনের প্রধান প্রবেশ পথ।

দফা ২

সার্ভে/ডোর পাট্টা/খাতা নং পাট্টা/ খাতা নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং / ফ্ল্যাট নং	বসবাসের ফ্ল্যাট /অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-১১৪, ১২শ তল, টাওয়ার নং ই
পরিমাণ / সম্পত্তির পরিধি	সুপার এরিয়া ১১০০ বর্গফুট
সম্পত্তির অধিকারের মেয়াদ	দায়মুক্ত অধিকার
স্থান /স্থান চিহ্নিতকরণ/এলাকার নাম, মহল্লা	দায়মুক্ত অধিকার বসবাসের ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নং ই-১১৪, ১২শতল, টাওয়ার নং ই, সুপার এরিয়া ১১০০ বর্গফুট (৮৪৮.৮৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া) অবস্থিত লেআউট প্ল্যান কমপ্লেক্সের পরিচিত রাহেজাস নবদয় এবং সামপদ সেক্টর -৯২, গুহগাঁও, বর্তমান পরিচিত গুরুগ্রাম, জমির যথাযথ সমানুপাতিক অংশের অধিকার এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং ইউবি-২২০, আপার বেসমেন্ট কমপ্লেক্সের।
নগর/ জেলা :	গুরুগ্রাম (পূর্বতন গুরগাঁও নামে পরিচিত)।

তারিখ : ২২.১১.২০২৪
স্থান : মুম্বই

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যার শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ বিজেপির, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একজন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ তুলে থানা ঘেরাও করার পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের মাড়োখানা এলাকায়। যদিও পুলিশ এই ঘটনায় চারজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন মাড়োখানা অঞ্চলের একজন মহিলা সদস্যা। সেই সময় রাস্তার মাঝে চারজন দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে এবং শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। চিৎকার চেঁচামেচিতে লোকজন চলে আসায় ওই চারজন দুষ্কৃতী ছুটে পালিয়ে যায়। ওই মহিলা সদস্যা স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ সহ

অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বকে পুরো বিষয়টি জানায়। বিধায়ক তড়িঘড়ি খানাকুল থানায় জানায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পড়েও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে খানাকুল থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ঘটনা ঘটার দুই তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ায় পরও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাই থানায় আসতে হল। এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগে থানায় জানানোর পরেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেন মহিলারা এই রাজ্যে সুরক্ষিত নয়? এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা কর্মীরা যুক্ত। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অপরদিকে নিগৃহীতা মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। তখন কয়েকজন পিছনে ধাওয়া করে ওরা। তৃণমূল করে ওরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই চারজন দুষ্কৃতী এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। যদিও খানাকুল দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিক ওই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এটা পারিবারিক ঘটনা। সব কিছুতেই বিধায়ক তৃণমূলকে টেনে আনে। এই ধরনের ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না। আইন আইনের পথে চলবে। কেউ যদি হয় তাহলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। এটা তৃণমূলের ব্যাপার নয়। এই ঘটনা নিয়ে নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছে, কেন বার বার মহিলাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এর প্রতিবাদ প্রয়োজন। কঠোর শাস্তির দাবি তোলে তারা।

টাকার বদলে চাকরি, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পোস্ট করলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। যদিও টাকা নেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা। বিষয়টি নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সমালোচনা করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অম্বরিশ সরকারের বিরুদ্ধে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, তিনি এক ব্যক্তিকে সরকারি গ্রুপ-ডি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানায় দায়ের হওয়া এক অভিযোগের সূত্র ধরে। অভিযোগকারীর দাবি, টাকা নেওয়ার পরেও চাকরি হয়নি। তবে, অভিযোগটি থানায় রেজিস্টার করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি জানান, থানায় অভিযোগ গ্রহণ না হওয়ায় মামলা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের তালিকায় এটি নতুন সংযোজন। এই ঘটনায় শাসক দলের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যদিও, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অম্বরিশ সরকার।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করবে না এটা কখনোই হতে পারে না। ছোট-বড় ওদের সমস্ত নেতাই চোর।’

অন্যদিকে, এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার জানান, ‘সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে। আশা করি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু পরিষ্কার হবে। এখন পর্যন্ত আমাকে কোনও নোটিস ইস্যু করা হয়নি। তদন্তের স্বার্থে যা যা করার আমি সব রকম সহযোগিতা করব।’

চিকিৎসাধীন অবস্থায় নার্সের মৃত্যু, প্রতিবাদে হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন নার্সদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চিকিৎসাধীন অবস্থায় নার্সের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন নার্সদের। অসুস্থ অবস্থায় নার্সকে হাসপাতালে ভর্তি করার সময় সিসিইউ ওয়ার্ডে বেড খালি থাকলেও সেখানে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। যার ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই নার্সের। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ।

উল্লেখ্য,বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সিসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ছন্দা বর্মন (২৬) নামে হাসপাতালে কর্মরত এক নার্সের। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুরে। এদিকে এই ঘটনায় সঠিক সময়ে সিসিইউ ওয়ার্ডে বেড না মেলায় ওই নার্সের মৃত্যু হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে এদিন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের নার্সরা সুপারকে ডেপুটেশন দেন। পাশাপাশি বালুরঘাট হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের জন্য সর্বদা একটি বেড বরাদ্দ করার জন্য আবেদন জানান তাঁরা। তাদের দাবি মানা না হলে,

আগামী দিনে তারা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশবাগ জানান, ‘একজন মহিলা নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা কিছু দাবি দাবা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।’

আবাস যোজনা ও কৃষি বিমায় সুখবর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর সোমবার থেকেই উঠেছে আদর্শ আচরণ বিধি। এদিনই দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক বাংলার বাড়ি আবাস যোজনা এবং বাংলার শস্য বিমা সংক্রান্ত সুখবর জানিয়েছেন।

জেলাবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি জানান, জেলায় ২০২১-২২ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৪৬৪ টি আবেদন জমা পড়েছে। প্রায় ১৩০০টি সমীক্ষক দল গঠন করা হয়েছে। সমীক্ষক দলগুলি জেলার ৩ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার বাড়ি সমীক্ষা করবে। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি জানিয়েছেন, এই তালিকা থেকে কিছু কিছু সংযোজন-বিয়োজন হবে। ঘাটালের বন্যা এবং ডানা দুর্যোগের প্রভাবে অনেকেরই বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবেদন করলে তাঁদের নামও তালিকায় আসবে। যে সমস্ত উপভোক্তা লোন করে অসম্পূর্ণ বাড়ি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করেছেন, তাঁদের বিষয়টিও সরকার ভেবে দেখবে। এই প্রক্রিয়া ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে। প্রসঙ্গত, দু'দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৬০ শতাংশ টাকা কেন্দ্র দেয়, রাজ্য দেয় ৪০ শতাংশ। সেই টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। তাই এই প্রকল্পের নাম তিনি 'বাংলার বাড়ি' রাখছেন। রাজ্যের ৩৬ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে আগামী ১৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ১২ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকে যাবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান।

সেক্ষেত্রে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৩ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে লক্ষাধিক উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাকিরা ওয়েটিং লিস্টে থাকবেন। অন্যদিকে, বাংলার শস্য বিমা যোজনা নিয়েও জেলার কৃষকদের খুশির খবর শুনিয়েছেন জেলাশাসক। তিনি জানান, খরিফ শস্যের জন্য ৭ লক্ষ ৫২ হাজারের কিছু বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এবার আলু সহ রবি শস্যের জন্য আবেদন নেওয়ার কাজ শুরু হবে দু'একদিনের মধ্যেই। জেলার আলু চাষিদেরও সুখবর দিয়েছেন তিনি। এখন থেকে আর বাংলার শস্য বিমাতে আলু চাষিদের প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকারই চাষিদের হয়ে পুরো প্রিমিয়াম জমা দেবে।

আল মানার মিশনে প্রবেশিকা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাসন্তী: সুন্দরবন আল মানার মিশনের নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিন প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল। এখানে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে বয়েজ এবং গার্লসের।

আল মানার মিশন স্কুল, জিডি স্টাডি সার্কেলের অনুমোদন প্রাপ্ত এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী এবং দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবাসিক এবং অনাবাসিক দুই মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবন আল মানার মিশন। অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সন্তানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা সুপরিকাঠামোগত ব্যবস্থা রয়েছে আল মানার মিশনে। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এখানে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা, নামাজ, কোরান হাদিসের শরীয়াতের বিধান শেখানো হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস চত্বরকে মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসিটিভির আওতায়। সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার স্বার্থে মিশনের মধ্যে হসপিটাল এবং ফার্মাসির সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

আলুর বীজের দাম অনেকটাই বেশি, সারের কালোবাজারিরও অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: খুচরো বাজারে আলুর দাম কমাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। বাজার পরিদর্শন করছেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। এবার আলুর বীজের দাম নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চাষিদের বক্তব্য, গত বছরের চেয়ে এবার আলুর বীজের দাম অনেকটাই বেশি। এমনকি, সারের কালোবাজারি হচ্ছে বলেও অভিযোগ। আলু চাষ করতে খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আলু চাষ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

বাজারে এখন চন্দ্রমুখী আলুর বীজের দাম বস্তা প্রতি (৫০ কেজি) ৪ হাজার টাকা। আর জ্যোতি আলুর বীজের দাম বস্তা প্রতি ৩ হাজার টাকা। বছর পাঁচেক আগে রাজ্য আলু বীজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু, তার সুবিধা রাজ্যের কৃষকরা এখনও পাননি। যার ফলে পঞ্জাবের উপর নির্ভর করতে হয় এ রাজ্যের চাষিদের। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটছে অসাধু বীজ ব্যবসায়ীরা। চাষিদের বক্তব্য, খুচরো বাজারে আলুর দাম বাড়লেই নজর পড়ে প্রশাসনের। অথচ বীজ আলুর দাম নিয়ে কোনও নজরদারি নেই। আলু চাষের খরচ কয়েকগুণ বেড়েছে। আগামী বছরও সাধারণ মানুষকে চড়া দাম দিয়ে আলু কিনতে হবে বলে জানাচ্ছেন কৃষকরা। এবছর চন্দ্রমুখী আলু চাষের জন্য আবহাওয়া একেবারেই অনুকূল নয়। ফলে আগামী বছর বাজারে চন্দ্রমুখীর মুখ দেখা নাও যেতে পারে বলে আশঙ্কা চাষিদের।

কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, পঞ্জাব থেকে রাজ্যে আলু বীজ আসছে। ফলে দামের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও হাত নেই। তবে কালোবাজারির অভিযোগ এলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রঘুনাথপুর মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার বিটেক, পলিটেকনিক, আইটিআই ভোকেশনাল পাশ করা যুবকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ সহ নানা দাবিতে একটি ডেপুটেশন পেশ হল। কারখানায় নিয়োগের ক্ষেত্রে এলাকার যুবকদের অগ্রাধিকার, প্রতিটি কারখানায় নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও ল্যান্ড লুজার পরিবারের যুবকদের কাজ, যুবশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত যুবক-যুবতীদের নিয়োগ সহ সকল বেকারের কাজ এবং কারখানার দূষণ রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে সোমবার রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকদের নিকট ডেপুটেশন দিল অল ইন্ডিয়া আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ স্ট্রাগল কমিটি। রঘুনাথপুর ক্ষুদিরাম চক থেকে এসডিও অফিস পর্যন্ত মিছিল করে যায় এই সংগঠনের যুবকেরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিগত কয়েক বছরে রঘুনাথপুর মহকুমার জমি অধিগ্রহণ করে ছোট-বড় কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। সরকার রঘুনাথপুর মহকুমাকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন' ঘোষণা করেছে। কিন্তু এলাকার বেকার যুবকদের সামান্য কর্মসংস্থান হলেও বিটেক, পলিটেকনিক, আইটিআই ভোকেশনাল পাশ করা শত শত যুবকদের আজও এই কারখানাগুলোতে কাজ জুটছে না। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক সঞ্চয় বিশ্বাস এবং রঘুনাথপুর শাখার ইনচার্জ ভগৎ সিং মাজি প্রমুখ।

অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকায় অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন এক শিক্ষক। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির দু-নম্বর ব্লকের বোহার অঞ্চলের মাকড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অভিযোগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রদীপ ঘোষ দীর্ঘদিন অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসেন।বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিতির স্বাক্ষর করেই আবার চলে যান। সোমবার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এমনটাই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি ওই শিক্ষক মানসিক ভারসাম্যহীন বলের অভিযোগ উঠে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্যি নয় বলে দাবি করেছেন ওই শিক্ষক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে কিছুদিন অনিয়মিত বিদ্যালয়ে এসেছেন। এই ঘটনায় পরিস্থিতি জটিল হলে ঘটনাস্থলে আসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং পুলিশ। এরপরেই ওই শিক্ষক ছুটির আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে এই ঘটনায় সাতগেছিয়া চক্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসআই জানিয়েছেন তিনি পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

রোগী মৃত্যু এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: রোগী মৃত্যু এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ব্যাপক উত্তেজনা উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কাচের দরজা ভেঙে দেওয়া হয় মৃত রোগী রাজারাম প্রজাপতির পরিবার এবং পাড়ার লোকজনের পক্ষ থেকে। একইসঙ্গে অন্য আরেকটি রোগী পরিবার হাসপাতালে ডাক্তার এবং নার্সদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে উত্তরপাড়া থানা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যাচ্ছে, বছর ৬৫'র রাজারাম প্রজাপতি বালির বাসিন্দা। রবিবার পায়খানা বমির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সোমবার তার মৃত্যু হলে সঠিক চিকিৎসার করা হয়নি। এমন অভিযোগ তুলে ভাঙচুর চালায় তার প্রতিবেশীরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ডাক্তার এবং নার্সরা। পাশাপাশি অন্য একটি রোগী পরিবার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

মাঠ থেকে ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় এক ফেরিওয়ালার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সারা বিলাইমারি এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি ফাঁকা মাঠ থেকেই ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ । মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নিমাই সাহা (৫০)। তার বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার ১৬ মাইল এলাকায়। ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসিহাট্টা এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। পেশায় ফেরিওয়ালা ওই ব্যক্তি বিভিন্ন হাটবাজারে নানান ধরনের মুখ রোচক খাবার বিক্রি করতেন। পুলিশ জানিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরে একাই থাকতেন ওই ব্যক্তি। এদিন কিছু মানুষ ওই মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে । তবে এটি খুন না আত্মহত্যা সেটিও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

উত্তরপাড়া পুরসভা সৌরবিদ্যুতের পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ে অভিনব পদক্ষেপ হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার। রাজ্য সরকার অনুমোদিত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে গোটা রাজ্যের পাঁচটি পুরসভা ও একটি পুরনিগমকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভা সৌরবিদ্যুতের পাইলট প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। পুরসভার অনুমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে প্রতি মাসে কম করে তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বিদ্যুতের বিল সাশ্রয় করতে পারবে পুরসভা। উত্তরপাড়া পুরসভার পরিচালিত মহামায়া হাসপাতাল, উত্তরপাড়া পুরসভা এবং উত্তরপাড়া পুরসভার একটি সেরিমানি হল ভোরের আলো এই সকল জায়গায় সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে পরিচালিত হবে। মোট ৪ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে পুরসভাকে এই সৌরবিদ্যুৎ এর প্যানেল ইনস্টলেশন করার জন্য। যার ফলে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষাধিক টাকা বিদ্যুতের বিল সাশ্রয় হবে। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে পুরসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রতিমাসে পুরসভাকে বিদ্যুৎ বিল বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়। এখানে প্রতি মাসে সৌর শক্তি থেকে

বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মাসিক ২৭০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে তাদের সৌর প্যানেলগুলি। যার আনুমানিক ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বিদ্যুতের সমান। যার ফলে যে ব্যাপক পরিমাণ টাকা প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিল বাবদ খরচা করতে হত তার থেকে সাশ্রয় পাবে পুরসভা।

এ বিষয়ে পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব বলেন, তিনটি কিস্তির টাকাতে প্রায় ৯০ শতাংশ মতো কাজে এগিয়ে গিয়েছে।

প্লাস্টিকের ছাঁকনি থেকে হতে পারে বিপদ, সচেতনতা প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলায় কয়েক হাজার চা দোকান রয়েছে। যেখানে প্লাস্টিকের চা ছাঁকনি ব্যবহার হয়। এর থেকে মানবশরীরে হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি। তাই প্লাস্টিকের বদলে ধাতুর তৈরি চা ছাঁকনি বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার করল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বর্ধমান শহরের শতাধিক চা দোকানে এদিন এই প্রচারাভিযান চলে। দোকানের প্লাস্টিকের ছাঁকনির বদলে একটি করে স্টিলের চা ছাঁকনি দেওয়া হয়। উদ্যোগতা সন্দীপন সরকার জানান 'গরম চায়ের তাপে প্লাস্টিক ছাঁকনি থেকে 'বিসফেনল -এ' বা 'ফথালেটস' নামে ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি হতে পারে। যা শরীরের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি, লিভার ও কিডনির ক্ষতি কার্যক্ষমতা হ্রাস, স্নায়ুরোগের প্রকোপ বৃদ্ধি করে।' তাই প্লাস্টিকের বদলে স্টিল ছাড়াও সিরামিক বা বাঁশের ছাঁকনি ব্যবহার করা অনেকাংশে ভালো বলেই তাদের দাবি।

উল্টে গেল ছাই বোঝাই দশচাকা লরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ একটি দশ চাকার ছাই বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটা বাড়ির সীমানার পাঁচিলে। ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বের বিধানসভার ছোড়া ৭/৯ নম্বর পিট এলাকায়। একটা ছাই বোঝাই দশ চাকা গাড়ি উল্টে গেল একটা বাড়ির পাঁচিলে। সৌভাগ্যবশত সেই সময় ওই জায়গায় কোনো লোক না থাকায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ এভাবেই প্রতিনিয়ত বেপরোয়া গাড়ির যাতায়াত লেগেই থাকে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সব জেনেও উদাসীন প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ছাই বোঝাই লরিটি ছোড়া বহুলার দিক থেকে পড়াসিয়ার দিকে যাচ্ছিল। লরির চালক ও খালাসি সৌভাগ্যবশত তেমন কোনও আঘাত পাননি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দত্তপুকুর: এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত চালতা বেড়িয়া দাসপাড়া এলাকায়। প্রাথমিক অনুমান খুন করে ফেলে গেছে দুষ্কৃতীরা। মৃত ব্যক্তির নাম পরিতোষ পান্ডে (৪৫)। তিনি বাড়িতে একাই থাকতেন। তিনি স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন। সোমবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে না বেরনোর কারণে মিষ্টির দোকানের লোক এসে দেখে ঘরের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় তার দেহ পড়ে রয়েছে। এরপর এই খবর দেওয়া হয় দত্তপুকুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। বারাসাত পুলিশ জেলার এএসপি স্পর্শ নীলাঙ্গী জানান, প্রাথমিকভাবে আমরা অনুমান করছি ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এবার ইছামতির পাড়ে দেখা গেল পূর্ণবয়স্ক দুটি কুমির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বোলতলা শ্মশান ঘাট এলাকার ইছামতি নদীর পাড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক, আরেকটি ছোট কুমির চরের উপরে উঠে রোদ পোহাচ্ছিল। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে গ্রামের মানুষকে খবর দেয়। কুমির দেখার জন্য নদীর পাড়ে প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। হঠাৎ করেই তারা ইছামতি নদীতে কুমির ডুবে পড়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে মৎস্যজীবীরা। নদীতে গ্রামের একাধিক মৎস্যজীবী মাছ ধরে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। এই কুমির দেখতে পেয়ে ভয়েতে নদীতে

নামতে কেউ সাহস করছে না। গ্রামবাসীরা খবর দিয়েছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশকে। অন্যদিকে কুমির দুটি উদ্ধার করার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বসিরহাট রেঞ্জের বনদপ্তরকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের জঙ্গল খাবারের অভাবের কারণেই হয়তো লোকালয়ে চলে এসেছে দুটি কুমির।

দূষণ কমলেও দিল্লিতে স্কুল খুলবে কি না সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: দিল্লিতে দূষণের মাত্রা কমেছে। তবে এখনই সেখানে যানবাহনের যাতায়াত, নির্মাণ নিয়ে বিধিনিষেধ শিথিল করছে না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, দিল্লিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা জিআরএপি-৪) চালু থাকবে। গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, তাদের অনুমতি ছাড়া দেশের রাজধানীতে এই কড়া নীতি শিথিল করা যাবে না।

গত সপ্তাহের শুরুতে দিল্লির বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) ছিল ৪৫০-এর বেশি। 'অতি ভয়ানক' পর্যায়ে ছিল তখন। তা থেকে একিউআইয়ের উন্নতি হয়ে 'খুব খারাপ' পর্যায়ে পৌঁছেছে। সোমবার সকালে দিল্লিতে একিউআই ছিল ৩৩৮। তার পরেও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, সেখানে আপাতত জিআরএপি-৪ চালু থাকবে। দূষণের কারণে দিল্লি এবং এনসিআর (ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন)-এর সব স্কুল বন্ধ। অনলাইনে ক্লাস চলছে। স্কুল চালু হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের অধীনে থাকা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম) নেবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবারের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বহু পড়ুয়ারই অনলাইনে ক্লাস করার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবার সুবিধা নেই।

বিচারপতি এএসওকা এবং বিচারপতি এজি মসিহ্‌র বেঞ্চ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি ঠিকঠাক ভাবে কার্যকর না করার জন্য দিল্লি পুলিশকেও ভর্ৎসনা করেছে। জিআরএপি-৪ চালু থাকার কারণে ভিন্‌রাজ্য থেকে জরুরি পণ্য ছাড়া অন্য মালবোঝাই গাড়ির দিল্লিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেই নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, আগের শুনানিতে প্রশ্ন তুলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবারও বেঞ্চ জানাল, ভিন্‌রাজ্য থেকে আসা গাড়ির উপর নজর রাখার জন্য দিল্লির সীমানায় যথেষ্ট নজরদারি নেই।

আন্দামানে মাছের ট্রলার থেকে উদ্ধার ৬ হাজার কেজি মাদক

ধৃত ছ'জন মায়ানমারের নাগরিক

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৫ নভেম্বর: আন্দামানে মাছ ধরার ট্রলার থেকে ছ'হাজার কেজি নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী। এত বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের ঘটনা বঙ্গোপসাগরে এর আগে কখনও ঘটেনি বলে দাবি আধিকারিকদের। একে বড় সাফল্য হিসাবেই দেখা হচ্ছে। ওই ট্রলার থেকে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই মায়ানমারের নাগরিক। ভারত এবং উপকূলবর্তী অন্য কয়েকটি দেশের উদ্দেশে মাদকবাহী ট্রলারটি আসছিল, মনে করছেন আধিকারিকেরা।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই এক প্রতিরক্ষা আধিকারিককে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, ট্রলারের ভিতরে ছোট ছোট প্যাকেটে মাদক রাখা ছিল। এই ধরনের তিন হাজার প্যাকেট মিলেছে। প্রতি প্যাকেটে অন্তত দু'কেজি করে মাদক ভরা ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে 'মেথাফেটামাইন' নামের ওই মাদকের আনুমানিক দর কয়েক কোটি টাকা। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরার ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে এই মাদক উদ্ধার করা হয়েছে, জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা আধিকারিক।

সূত্রের খবর, গত ২৩ নভেম্বর উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি বিমান থেকে সাগরের উপর টহলদারির সময়ে ট্রলারটি দেখতে পেয়েছিলেন পাইলট। ট্রলারের গতিবিধি তাঁর সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে ব্যারেন দ্বীপের কাছে ঘুরছিল ট্রলারটি। তাকে সতর্ক করে উপকূলরক্ষী বাহিনী। ট্রলারের গতি কমাতে বলা হয়। সতর্ক করে দেওয়া হয় স্থলভাগের আধিকারিকদেরও। তার পরে ব্যারেন দ্বীপের কাছে গিয়ে ওই ট্রলারটিকে আটক করে তল্লাশি চালায় বাহিনী। গ্রেপ্তার করা হয় মায়ানমারের নাগরিকদের।

মণিপুরে নৃশংসভাবে হত্যা

মেইতেই পরিবারের ৬ জনের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে

ইম্ফল, ২৫ নভেম্বর: মণিপুরের সেই মেইতেই পরিবারের নিহত ছয় সদস্যের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এল। কী ভাবে অত্যাচার করে তাঁদের মারা হয়েছে, রিপোর্টে তার খুঁটিনাটি উঠে এসেছে। দু'বছরের শিশুর মাথায় গুলির ক্ষত, উপড়ানো চোখ, তার মা এবং দিদিমার শরীরে একাধিক গুলি অত্যাচারের অভিযোগকে আরও জোরালো করেছে।

মণিপুরের জিরিবাম জেলার একটি মেইতেই পরিবারের ছ'জনকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল কিছু দিন আগে। অভিযোগের আঙুল ওঠে কুকি জঙ্গিগোষ্ঠীর দিকে। অসম সীমানা লাগোয়া অঞ্চল থেকে অপহরণ করা হয়েছিল ওই ছ'জনকে। পরে জিরিবামের নদীতে শিশু এবং বৃদ্ধার মুণ্ডহীন দেহ ভেসে এসেছিল। যা দেখে অনেকে দাবি করেছিলেন, তা ওই পরিবারের সন্তান এবং দিদিমার দেহ। সেই ছ'জনের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে। শিশুটির বাবা তিন জনের রিপোর্ট পেয়েছেন। বাকি তিন জনের রিপোর্ট এখনও তিনি হাতে পাননি বলে জানিয়েছেন। থানায় রিপোর্টের জন্য আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।

দু'বছরের শিশুর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, তার মাথার মাঝখানে গুলি করা হয়েছিল। ডান চোখ ছিল উপড়ানো। এ ছাড়া, সারা শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল ওই শিশুর। আঘাত ছিল বুক এবং হাতে। শিশুর মায়ের বয়স ২৫ বছর। তাঁর বুকে তিনটি এবং নিতম্বে একটি গুলির ক্ষত ছিল। ৬০ বছর বয়সি দিদিমার শরীরে পাওয়া গিয়েছে মোট পাঁচটি গুলি। মাথায় একটি, বুকে দু'টি, পেটে একটি এবং হাতে একটি গুলি করা হয় তাঁকে।

ওই পরিবারের আরও তিন সদস্যের মধ্যে এক মহিলা, আট বছরের এক কন্যা এবং আট মাসের একটি শিশু রয়েছে। তাদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও পরিবার হাতে পায়নি বলে অভিযোগ।

মণিপুরের এই ঘটনায় কুকি জঙ্গিদের হাত রয়েছে, জানিয়েছে সে রাজ্যের সরকারও। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এই তদন্ত করছে। গত বছর মণিপুরের হিংসায় ঘর হারিয়ে পরিবারটি জিরিবামের একটি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকেই ছ'জনকে অপহরণ করা হয় বলে দাবি। গত ১১ নভেম্বর কুকি জঙ্গিরা জিরিবামে থানা আক্রমণ করে। তাদেরই অপর একটি দল ওই পরিবারের উপর হামলা চালায়, অনুমান তদন্তকারীদের।

স্ত্রী ছেড়ে চলে যাওয়ায় যমজ সন্তানকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী যুবক

লখনউ, ২৫ নভেম্বর: দুই সন্তানকে ফেলে চলে গিয়েছেন স্ত্রী। সেই হতাশায় ১৪ মাসের যমজ শিশুকে দুধের সঙ্গে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী হলেন যুবক। সোমবার মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলার উগাপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবক ২৭ বছর বয়সি ওমপ্রকাশ যাদব। তিন জনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে সঙ্গম যাদবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওমপ্রকাশের। অশি ও প্রিয়াশী নামে ১৪ মাসের যমজ কন্যাসন্তান রয়েছে তাঁদের। সাংসারিক অশান্তির কারণে স্বামী ও সন্তানদের ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে যান সঙ্গম। এই ঘটনায় গত ২১ নভেম্বর থানায় স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ওমপ্রকাশ। তবে স্ত্রী চলে যাওয়ার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ছিলেন যুবক। দুই মেয়েকে একাই সামলাতেন। দিনের পর দিন স্ত্রী বাড়ি না ফেরায় রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েন ওমপ্রকাশ। যার জেরেই শেষ পর্যন্ত দুই কন্যাসন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হন।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার সকালে দুধে বিষ মিশিয়ে দুই সন্তানকে খাওয়ান ওই যুবক। এর পর বাড়িতেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তবে বিফল হওয়ায়, সকাল ৭টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন ওই যুবক।

ঝড় বার্টের ফলে বিপর্যস্ত ব্রিটেন

বিদ্যুৎ বিভ্রাট-সহ বহু ট্রেন ও উড়ান বাতিল

লন্ডন, ২৫ নভেম্বর: ভয়াবহ ঝড় বার্টের প্রকোপে ব্রিটেনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জনের। পাশাপাশি টানা বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বহু ট্রেন ও উড়ান বাতিলে বিপর্যস্ত জনজীবন। ওয়েলসের নদীগুলির পাড় উপচে নিম্নাঞ্চল ভেসে গিয়েছে জলে। জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে গাড়ি। ঝড়ের ধাক্কায় সৃষ্টি বিপর্যয়ের নানা মুহূর্ত ধরা পড়েছে ছড়িয়ে পড়া নানা ভিডিওয়। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের উইনচেস্টারে গাড়ির উপরে গাছ ভেঙে মারা গিয়েছেন ৬০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ। নর্দাম্পটনশায়ারে দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়েছে আরও একজন। পাশাপাশি পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে ৩৪ বছরের এক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন গাড়ির সংঘর্ষে। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, আরও দু'জনের মৃত্যুর ঘটনার কথা জানা গিয়েছে। তবে সব কটি দুর্ঘটনার সঙ্গে ঝড়ের সরাসরি যোগ আছে কিনা তা এখনও পরিস্কার নয়। এদিকে বৃষ্টির প্রকোপে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে প্রায় তিনশো উড়ান বাতিল হয়েছে আবহাওয়ার দুর্যোগের কারণে। গোটা ব্রিটেনে বাতিল হয়েছে প্রায় ১২০০ উড়ান। এছাড়া লন্ডন ও ওয়েলসের মধ্যে বহু ট্রেন বাতিল হয়েছে। এক্সেটার থেকে ওকেহাম্পচন ও বার্নস্টেপলের মধ্যবর্তী ট্রেন চলাচলও ব্যাহত।

ইউরোপের আবহাওয়া দপ্তরগুলি থেকে প্রাপ্ত ৫৩টি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পাশাপাশি মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব ইংল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডে ভারী বাতাস বওয়ার পূর্বাভাস ঘিরে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি করছে।

আদানি গোষ্ঠীর বায়ুশক্তি সংক্রান্ত চুক্তি ফের খতিয়ে দেখবে শ্রীলঙ্কার নয়া মন্ত্রিসভা

কলম্বো, ২৪ নভেম্বর: বিদ্যুৎ চুক্তি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বাংলাদেশে। এবার চোখ রাঙাল শ্রীলঙ্কা। ইউনুস সরকারের মতোই বিদ্যুৎচুক্তি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল দ্বীপরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত বাম সরকার। সে দেশের সিলোন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের মুখপাত্র ধনুষ্কা পরাক্রমসিঙ্ঘে জানালেন, শ্রীলঙ্কার আগের সরকারের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর বায়ুশক্তি সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছিল, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নবগঠিত মন্ত্রিসভা। এছাড়াও এদিন জানা গিয়েছে, শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় আদানি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন একটি বন্দরকে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে আমেরিকার সরকারি সংস্থা 'ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন'।

আদানি গোষ্ঠীর বিদ্যুৎ প্রকল্পের যে দিকগুলি খতিয়ে দেখা হবে, তার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের খরচ, পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব ইত্যাদি। এখনই চুক্তি বাতিল না হলেও তা কার্যকর থাকবে কি না সিদ্ধান্ত নেবে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরাকুমার দিশানায়েকের নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে শ্রীলঙ্কার মান্নার এবং পুনেরিনে বায়ুশক্তি আদানি গোষ্ঠীর সহযোগিতায় কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হচ্ছিল। এবার যা বাতিল হলেও হতে পারে। এদিকে আমেরিকার সরকারি সংস্থা 'ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন' রবিবার জানিয়ে দিয়েছে, শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় আদানি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন একটি বন্দরকে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে তারা। যদিও গত নভেম্বরেই বন্দরের টার্মিনাল নির্মাণে ৪,২১৪ কোটি টাকারও বেশি অর্থসাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সংস্থাটি।

প্রসঙ্গত, রবিবার হাসিনার আমলে হওয়া আদানি গোষ্ঠীর বিদ্যুৎচুক্তি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে মুহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশ সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ, শক্তি এবং খনিজ সম্পদ দপ্তর বিষয়ক মূল্যায়ন কমিটি ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত চুক্তি খতিয়ে দেখার জন্য আইনি এবং তদন্তকারী সংস্থা নিয়োগের প্রস্তাব করছে। বাণিজ্য চুক্তিগুলি করার নেপথ্যে অন্য কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল কি না, তা তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে বলেও জানানো হয়েছে ইউনুস সরকারের বিবৃতিতে।

আমেরিকার সেনাবাহিনী থেকে বাদ পরতে পারেন অসংখ্য রূপান্তরকামী, জল্পনা

ওয়াশিংটন, ২৪ নভেম্বর: ঘোষিতভাবে রূপান্তরকামী বিরোধী ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই তিনি ক্ষমতায় ফিরতেই উদ্বেগে ছিলেন মার্কিন মুলুকের রূপান্তরকামী সম্প্রদায়। সম্প্রতি সানডে টাইমসের একটি রিপোর্ট এই ভয়ে সিলমোহর দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, এবার নয়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আমেরিকার সেনাবাহিনী থেকে বাদ পড়বেন অসংখ্য এলজিবিটিকিউএ'র সদস্যরা।

বর্তমানে মার্কিন সামরিক বাহিনীতে কাজ করছেন প্রায় ১৫ হাজার ট্রান্সজেন্ডার। প্রথম মেয়াদেই সেনাবাহিনী থেকে ট্রান্সজেন্ডারদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে, ট্রান্সজেন্ডারদের মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে বাদ দেওয়া হতে পারে। যেহেতু অনেকেরই অস্ত্রপচার হয়েছে। এই কারণ দেখিয়ে 'আনফিট' বলে সেনা থেকে সরিয়ে ফেলা হতে পারে।

রিপোর্ট বলছে, গতবার ক্ষমতায় থাকাকালীন রূপান্তরকামীদের সেনায় যোগ দেওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও, যাঁরা কর্মরত ছিলেন, তাঁদের বরখাস্ত করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু এবারের নির্দেশে এলজিবিটিকিউএ মুক্ত মার্কিন সেনার নির্দেশ দিতে চলেছেন ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আগামী বছর ২০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর প্রথম দিনেই এই আদেশ জারি হতে পারে বলে জল্পনা।

বিগত সময়ে রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন সামরিক ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডারদের যোগ দেওয়া নিয়ে ট্রাম্পের জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। এবার যার উপায় থাকবে না। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ভোটে জিততেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এলন মাস্কের মেয়ে ভিভিয়ান জেন্না উইলসন। যিনি নিজেও একজন রূপান্তরকামী। জেন্না আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অচিরেই রূপান্তরকামীদের উপর বড় নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন ট্রাম্প। বাস্তবেও তেমনটাই ঘটতে চলেছে বলেই খবর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং. ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএএইচ-০৮-২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার ইন সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম), তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৪ ডেপুটি সিপিএম/জিএসইউ/ইএনজিজি., পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আরএমএস বিল্ডিং, (৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন -গতি শক্তি ইউনিট - শিয়ালদহতে কোচিং পরিকাঠামোর উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোচিং কমপ্লেক্স শিয়ালদহতে (এনসিসি) এলএইচ স্টোর বিল্ডিং (জি+১) নির্মাণ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,৪৮,৯৮,১১৫.৯১; বায়না অর্থ ঃ ৩,৭৪,৫০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস; **খোলার তারিখঃ** ০৯.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে; উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-247/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E - Tender Notice

E - Tender Notice Invited By The Prodhan Ruipukur Gram Panchayet Ruipukur Nadia. Nit No. 08/5 th SFC (2)/RGP/2024-2025 Dated 22/11/2024 Momo No. 226/RGP/2024-2025 Last date of submission of bid 02/12/2024 up to 11.10 A.M. Technical Bid Opening Date 04/12/2024 at 11.10 A.M. more details please visit https :// wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Ruipukur Gram Panchayet, Ruipukur, Nadia.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

জিইএম বিড নং জিইএম/২০২৪/বি/৫৬০৬৮৬১, তারিখ ২১.১১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোড.), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপে হুইল শপ ১৯-এ ইওটি ক্রেন-এর জন্য গ্যান্ট্রি গার্ডার-এর মেরামতি এবং গ্যান্ট্রি ট্র্যাক মেরামতি সহ সূচনার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৩,৫৯,৮৩১ টাকা। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১২.১২.২০২৪। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.gem.gov.in দ্রষ্টব্যঃ** বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী তৎসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **(PR-820)**

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএমবিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং.(১); ই-টেন্ডার নং. ঃ ২৭৩_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এবিএসএস এর অধীনে ডানকুনি জং.-এ বারান্দা বরাবর সম্মুখভাগ এবং অভ্যন্তরের কাজ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, পার্কিং এলাকার উন্নয়ন সহ একতলার উন্নয়ন সম্পূর্ণ করার কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪,৬০,৫০,৯১০.৫৯ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮০,৩০০.০০ টাকা; **ক্র.নং. (২); ই-টেন্ডার নং.ঃ ২৭৪_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এবিএসএস-এর অধীনে বর্ধমান জং.-এ এসবি-তে দ্বিতীয় প্রবেশপথ, সামনের বারান্দা ও সম্মুখভাগ, বুকিং অফিসের অভ্যন্তরভাগের ওয়েটিং হলের উন্নয়ন সম্পূর্ণ করার কাজ; **আনুমানিক মূল্যঃ** ৭,৩৬,৮২,৮৬৮.০২ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৫,১৮,৪০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ক্রম.নং. ১ ও ২ এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম নং ১ ও ২ এর জন্য ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-437/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জেনারেল তারিখ ঃ ২০.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস বা যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনিয়র ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। এনআইটি নং. ঃ ২৬৪_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে মেন লাইনে (কিমি১৮/৩১-৩৩ থেকে ৩৮/০ পর্যন্ত) শ্রীরামপুর থেকে হুগলির মধ্যে সীমানা প্রাচীর মেরামতি, উঁচু করা এবং রঙ করার কাজ। (ii) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বেলুড় থেকে হুগলি এবং শেওড়াফুলি থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড হাইট-গেজ নির্মাণের প্রস্তাব; **আনুমানিক মূল্যঃ** ২,৬৩,৩৯,৭৬৭.০১ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,৮১,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআর ইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান-** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথির মূল্য [টিডিসি], কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-440/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- 26 of 2024-2025 Sl. No. 1 Dated 25.10.2024
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 03.12.2024 at 17:00 hrs. and will be opened on 06.12.2024 at 14:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E., ADDA, Asansol

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সি/পার্ক/ই-অকশন অ্যাপ্রুভাল/২০২৪ তারিখঃ ২০.১১.২০২৪।
সিনি.ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্ক-ডিইসি-২৪-৮৫; নিলাম শুরুঃ** ০৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায়। **ক্র. নং. ঃ এএ/১; লট নং. ঃ পার্কিং-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমএক্স-১; স্টেশন ঃ** শিয়ালদহ; সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(SDAH-244/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায়, ব্লু লাইনে, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত স্টেশনগুলিতে ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট/পাম্পের সরবরাহ, স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৫৬,৪০,৬১৪.২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৭৮,২০০/- টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** তিন (০৩) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১২.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৫০০-২০২৪(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 425/N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 10 /2024-25) & Memo No.: 426/N1GP (NIT No. WB/BWN/N1. G.P./NIT 11 /2024-25), Date-25/11/2024** for 03 (Three) nos. scheme under **SBM(G) Fund.** Bid Submission Start Date: **25.11.2024 from 18:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **03.12.2024 up to 18:00 Hrs.** Bid Opening Date (Technical): **05.12.2024 at 13:00 Hrs.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

BHATPARA MUNICIPALITY

e-NIT No-MAD/ULB/BHATPARA/WW/e-TENDER/13/2023-2024 (2nd Call)
Ref No - MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/2062 Dated 18/11/24
TENDER ID-2024_MAD_771968 (1-8)
e-NIQ are invited by the Executive officer, Bhatpara Municipality for "Supply and Installation of 20 HP Submersible Motor Pump Set with allied Electrical accessories at 8 nos different places in ward no-25, 35, 34, 7, 26, 15, 8, 35 under 15th Finance Tied Fund'. Tender Submission Closing Date is **03.12.2024 at 16:00 PM.** Details may be seen in **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer,**
Bhatpara Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT 176 to 180/2024-2025 Dated- 25-11-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Jalpaiguri, Dakshin Dinajpur, Murshidabad, Nadia and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **26-11-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **10-12-2024 upto 3.00 pm**
Date: 25.11.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender & Tender

e-Tenders & Tender are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow: **E-NIT No. 707/MOG-I/24, dated 25-11-2024, E-NIT No. 708/MOG-I/24, dated 25-11-2024.**
Last Date of Bid Submission: **03/12/2024 at 18:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in** &
NIT No. 701/MOG-I/24, dated 25-11-2024,
NIT No. 702/MOG-I/24, dated 25-11-2024,
NIT No. 703/MOG-I/24, dated 25-11-2024,
NIT No. 704/MOG-I/24, dated 25-11-2024,
NIT No. 705/MOG-I/24, dated 25-11-2024,
NIT No. 706/MOG-I/24, dated 25-11-2024,
For details Follow the Notice Board of GP Office. Last date of Sale of Tender Form : **04/12/2024 at 14:00 Hrs.** Last date of Bid Submission : **06/12/2024 at 11:00 Hrs.**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

অস্ট্রেলিয়া দলে কোন্দল ? কামিন্সের দাবি, ‘একদমই না’

নিজস্ব প্রতিনিধি: পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ ছিল ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ড্রেসিংরুমেও সম্ভবত জন্ম হয়েছে অন্য এক ‘প্রতিপক্ষের’। নাম তার ‘কোন্দল’? গুঞ্জন চলছে, অস্ট্রেলিয়া দল দুটি ভাগে বিভক্ত। ব্যাটসম্যান বনাম বোলার!

গুঞ্জনের উৎসটা আগে বলা যাক। পার্থ টেস্টের ফল এতক্ষণে আপনার জানা। ভারতের কাছে ২৯৫ রানে হেরেছে প্যাট কামিন্সের দল। ৫৩৪ রান তাড়া করতে নেমে আজ চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া ২৩৮ রানে অলআউট হওয়ার আগে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল ৩ উইকেটে ১২ রানে। এই টেস্টে কী হতে যাচ্ছে, সেটা তখনই অনেকে আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে এই ধস নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন পেসার জশ হ্যাজলউড। তাঁর উত্তর থেকেই অস্ট্রেলিয়া দলে কোন্দলের ধোঁয়া শুঁকে নিয়েছে সংবাদমাধ্যম।

সেখানে এক প্রশ্নের উত্তরে হ্যাজলউড বলেছিলেন, ‘এই প্রশ্ন আপনাকে দলের কোনো ব্যাটারকে করতে হবে। আমি এখন একটু ফুরফুরে মেজাজে আছি, ফিজিওর সহায়তা নিয়ে একটু শুশ্রূষা নিতে চাই। এখন পরবর্তী টেস্ট নিয়ে

ভাবছি, দেখছি (ভারতের) ব্যাটারদের বিপক্ষে কী করা যায়।’

হ্যাজলউড এরপর বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, যা করা দরকার ব্যাটাররা, সে অনুযায়ীই প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা (আজ) সকালে নেটে নামবে এবং প্রথম ইনিংসে যা ঘটেছে, সেসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলবে এবং সেটা যেন না হয়, কীভাবে উন্নতি করা যায়, সেই চেষ্টা করবে।’

অস্ট্রেলিয়ার হারের পর সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে। কোন্দলের যে গুঞ্জন চলছে, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে। কামিন্স গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘না, একদমই না। (দলীয়) বন্ধনটা খুব দৃঢ়। এটা আমার খেলা সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধনের দলগুলোর একটি। একসঙ্গে ক্রিকেট খেলাটা আমরা সত্যিই উপভোগ করি। গত কয়েক বছর আমরা অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। এটাই মূল দল। তাই কোনো সমস্যা নেই। সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক খুব ভালো।’

তবে হ্যাজলউডের কথাকে কিন্তু ভালোভাবে নিতে পারেননি ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। অস্ট্রেলিয়ান পেসার ব্যাটসম্যানদের থেকে নিজেকে এভাবে আলাদা করে ফেলবেন, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ভনের। ফক্স ক্রিকেটকে বলেছেন, ‘স্বীকার করতেই হবে, আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। জশ হ্যাজলউড গ্রেট বোলার, অসাধারণ সতীর্থ। কখনো শুনিনি, কোনো অস্ট্রেলিয়ান সবার সামনে দল নিয়ে এভাবে ব্যাটসম্যান ও বোলারদের আলাদা করেছেন। ১১ জনই ব্যাটার। এটা কখনো পাল্টাবে না। সব খেলোয়াড়কেই ব্যাট করতে হবে।’

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ফক্স ক্রিকেটকে ভন আরও বলেছিলেন, ‘টেস্ট ম্যাচে এখনো হাতে দুই দিন বাকি। অনেক লম্বা পথ। এই ম্যাচ থেকে কিছু তুলে নেওয়ার বড় চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার সামনেও। কিন্তু এই ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই সবার সামনে একজন খেলোয়াড় বলছেন, ‘আমি পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। সবার সামনে এভাবে কখনো কোনো অস্ট্রেলিয়ানকে আমি এমন কথা বলতে শুনিনি। বিশ্বজুড়ে কোনো খেলোয়াড়কেই নয়, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান।’

ফক্স ক্রিকেটের বিশ্লেষক হিসেবে ভনের সঙ্গে কাজ করা অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বলেছেন, ‘(হ্যাজলউডের কথায়) এটার মাধ্যমে দলে সম্ভাব্য বিভক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জানি না সত্যিই তা হয়েছে কি না। সম্ভবত এটা নিয়ে বেশি ভাবছি।’

নিলামে সঞ্চালিকার জোড়া ভুল !

২৫ লাখ গেল গুজরাতের, ৪০ লাখ হায়দরাবাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর প্রথম আইপিএলের নিলামে সঞ্চালক হিসাবে দেখা গিয়েছিল মল্লিকা সাগরকে। ২০২৩ সালে তাঁর সঞ্চালনায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তারা এবং দলগুলির মালিকেরা খুশি হয়েছিলেন। এ বারের মেগা নিলামের সঞ্চালনার দায়িত্ব তাই তাঁকেই দিয়েছেন বোর্ড কর্তারা। নিলামের প্রথম দিন সেই মল্লিকার জোড়া ভুলেই গুজরাত টাইটান্সের ২৫ লাখ এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ৪০ লাখ টাকা নষ্ট হয়েছে।

মল্লিকা প্রথম ভুল করেন ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জস বাটলারের নিলামের সময়। লখনউ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ের পর বাটলারকে ১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় কেনে গুজরাত। মল্লিকা ভুল না করলে ২৫ লাখ টাকা কমে ইংরেজ ক্রিকেটারকে পেয়ে যেতেন গুজরাত কর্তৃপক্ষ।

বাটলারকে নিয়ে দুই দলের লড়াইয়ের সময় গুজরাত কর্তৃপক্ষ ১৫.৫০ কোটি টাকা দাম দেওয়ার পর মল্লিকা লখনউ কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করেন, তাঁরা আরও বেশি দাম দিতে রাজি কি না। বাটলারকে নিতে হলে লখনউকে ১৫.৭৫ কোটি টাকা দাম দিতে হত। কিন্তু সঞ্জীব গোয়েন্কানর দল আর এগোতে রাজি হয়নি। তাঁরা লড়াই থেকে সরে যাওয়ার কথা জানান। অথচ মল্লিকা ঘোষণা করে বসেন ১৫.৭৫ কোটি টাকা দাম উঠেছে বাটলারের। সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন, গুজরাত শেষ ১৫.৫০ কোটি দাম দিয়েছে এবং লখনউ ১৫.৭৫ কোটি টাকা দিতে রাজি কি না, সেটাই শেষ প্রশ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু

বাটলারের দাম মল্লিকা ১৫.৭৫ কোটি টাকা ঘোষণা করে দেওয়ায় সেই দামেই নিতে হয় গুজরাতকে। না হলে ১৫.৫০ কোটি টাকাতেই বাটলারকে পাওয়া উচিত ছিল আশিস নেহরাদের।

মল্লিকা দ্বিতীয় ভুলটি করেন অভিনব মনোহরকে নিলামে তুলে। ভারতের তরুণ ব্যাটারকে দলে নিতে লড়াই হয় বেশ কয়েকটি দলের মধ্যে। প্রথমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। বেঙ্গালুরু ছেড়ে দেওয়ার পর চেন্নাইয়ের সঙ্গে লড়াই শুরু হয় গুজরাতের। পরে লড়াইয়ে আসেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ। কাব্য মারানেরা অভিনবের জন্য ২.৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত ওঠার পর আবার লড়াইয়ে ফেরে চেন্নাই। তারা ২.৬০ কোটি টাকা দাম দেয়। হায়দরাবাদ পাল্টা ২.৮০ কোটি টাকা দাম দেয়। তখন চেন্নাই লড়াই থেকে সরে যায়।

এর পরেই ভুল করে বসেন মল্লিকা। হায়দরাবাদ ২.৮০ কোটি টাকায় অভিনবকে পাচ্ছে বলেও দুঃখ প্রকাশ করে জানান, কলকাতা নাইট রাইডার্স ৩ কোটি টাকা দাম দিয়েছে। তিনি দেরিতে দেখার জন্য ক্ষমাও চান। তাঁর এই কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। কারণ, তাঁরা অভিনবের জন্য কোনও আগ্রহই দেখাননি। কিন্তু মল্লিকার ঘোষণায় হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ ভাবেন কেকেআর ৩ কোটি টাকা দাম দিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁরা ৩.২০ কোটি টাকা দাম দেন। শেষ পর্যন্ত সেই টাকা দিয়েই অভিনবকে নিতে হয় হায়দরাবাদকে। মল্লিকার চোখের ভুলের জন্য অকারণে ৪০ লাখ টাকা বেশি খরচ হয় কাব্যদের।

আইপিএল নিলামের প্রথম দিন মল্লিকার এই দুই ভুল নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। দ্রুততার সঙ্গে নিলাম করতে গিয়েই ভুল করেছেন মল্লিকা। দলগুলির প্রতিনিধিদের ইশারা বুঝতে ভুল করেছেন কয়েক বার। বাকি ক্ষেত্রে অবশ্য দলগুলির আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

পন্তকে যে কারণে নিলামে ডাকেইনি প্রীতির পাঞ্জাব, ব্যাখ্যা দিলেন পন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৫ আইপিএল মেগা নিলামে শ্রেয়াস আইয়ারকে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে কিনে নেয় পাঞ্জাব কিংস। এর কিছুক্ষণ পর নিলামে নাম ওঠে সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ক্রিকেটার ঋষভ পন্তের। নিলাম শুরুর আগে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, পন্ত পাঞ্জাব কিংসের আগ্রহের শীর্ষে আছেন। বিশেষ করে দলটির কোচ রিকি পন্টিংয়ের। কিন্তু পন্তের নাম যখন নিলামে ওঠে, একটিবারের জন্যও ডাকেনি পাঞ্জাব।

আইপিএলের নিলামে সর্বোচ্চ দামের খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভেঙে আইয়ারকে কেনা পাঞ্জাব কেন পন্তের প্রতি কোনো আগ্রহই দেখাল না; এমন প্রশ্ন উঠেছে ক্রিকেট মহলে। প্রথম দিনের নিলাম শেষে এর উত্তর সংক্ষেপে দিয়েছেন পাঞ্জাবের প্রধান কোচ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক পন্টিং।

ব্যাপারটি যে অবশ্যই আর্থিক, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। আইয়ারের গড়া সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের রেকর্ড যে পন্ত ভেঙে দিতে পারেন, সেটা অনুমান করেছিলেন অনেকেই। পন্তের নাম নিলামে ওঠার পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের

লড়াইটা বেশ জমে উঠেছিল, পন্তের দামও বাড়ছিল তরতর করে। পরে লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গে সেই লড়াইয়ে নেমেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ২০ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতেই তাঁকে পেয়ে যাচ্ছিল লক্ষ্ণৌ। তবে সেই সময় পন্তের গত মৌসুমের দল দিল্লি ক্যাপিটালস রাইট টু ম্যাচ (আরটিএম) কার্ড ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করে। নিয়ম অনুযায়ী লক্ষ্ণৌকে তখন আরও এক দফা দাম বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়। একলাফে ২৭ কোটি দাম বলে দেয় লক্ষ্ণৌ। আর এই দামেই পন্তকে পেয়ে যায় লক্ষ্ণৌ।

১১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা নিয়ে নিলামে আসা পাঞ্জাব আগেই পৌনে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে আইয়ারকে কেনায় পন্তকে নিয়ে লড়াইয়ে নামার আগে একটু পেছনে পড়ে যায়। এত অর্থ দিয়ে দুজন খেলোয়াড় কিনলে দল সাজাতেই হয়তো সমস্যায় পড়তে হতো তাদের।

পন্টিংও বললেন প্রায় একই কথা, ‘আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। আমি (বেশি দামে) আরেকজনকে নিয়েছি। ঋষভ কী করতে পারে, সেটা সবাই জানে। খেলাটিতে বা দলে তার মূল্য কেমন, সেটাও সবার জানা।’

তাহলে এবারের আইপিএলে পাঞ্জাবের নেতৃত্ব কি আইয়ারের কাঁধে থাকবে;এমন প্রশ্নের উত্তরে পন্টিং বলেছেন, ‘আমি তার সঙ্গে এখনো কথা বলিনি। নিলামের আগে তার সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে ফোন ধরেনি।’

৭ রানে শেষ ইনিংস ! টি-টোয়েন্টিতে লজ্জার বিশ্বরেকর্ড, আট ব্যাটার শূন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি ম্যাচে লজ্জার নজির গড়ল আইভোরি কোস্ট। মাত্র ৭ রানেই শেষ হয়ে গেল তাদের ইনিংস। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য আফ্রিকা অঞ্চলের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন এই নজির তৈরি করল আইভোরি কোস্ট। এই ম্যাচে নাইজেরিয়া জয় পেয়েছে ২৬৪ রানে।

পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সবচেয়ে কম রানের ইনিংস। ২২ গজের লড়াইয়ে মাত্র ৭ রানে অলআউট হয়ে গেল দিদিয়ের দ্রোগবার দেশ। এত কম রানে আগে কোনও দলের ইনিংস গুটিয়ে যায়নি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। এর আগে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম রানের ইনিংসের রেকর্ড ছিল মঙ্গোলিয়া এবং আইল অফ ম্যানের। দু'টি দলের ইনিংসই শেষ হয়েছিল ১০ রানে। গত বছর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে মঙ্গোলিয়া এবং স্পেনের বিরুদ্ধে আইল অফ ম্যানের ইনিংস ১০ রানে শেষ হয়েছিল।

আইভোরি কোস্টের প্রতিপক্ষ ছিল নাইজেরিয়া। প্রথমে ব্যাট করে তারা করে ৪ উইকেটে ২৭১ রান। নাইজেরিয়ার ওপেনার সেলিম সালাউ ১৩টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ৫৩ বলে ১১২ রানে ইনিংস খেলেন। আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। এ ছাড়া ভাল রান করেন ইসাক ওকপে (২৩ বলে অপরাজিত ৬৫) এবং অন্য ওপেনার সুলাইমন রানসেউ (২৯ বলে ৫০)।

জয়ের জন্য ২৭২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৭.৩ ওভারেই শেষ হয়ে যায় আইভোরি কোস্টের ইনিংস। দলের আট ব্যাটার কোনও রান করতে পারেননি। তিন জন করেছেন এক রান করে। সর্বোচ্চ ৪ রান এসেছে ওপেনার উয়াত্তারা মোহামেদের ব্যাট থেকে। কোনও উইকেট না হারিয়েই ৪ রান তুলেছিল আইভোরি কোস্ট। তার পর ৩ রানে বাকি ১০ উইকেট হারায় তারা। নাইজেরিয়ার সফলতম বোলার প্রসপার উসেনি কোনও রান না দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। আর এক বোলার পিটার আহো কোনও রান না দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন।

চোটে পড়ে এক মাসের জন্য ছিটকে গেলেন ভিনিসিয়ুস

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিয়াল মাদ্রিদের জন্য বড় দুঃসংবাদই বটে!

স্প্যানিশ ক্লাবটি আজ জানিয়েছে, তাদের তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। রিয়ালের মেডিকেল দল আজ পরীক্ষার পর জানিয়েছে, ভিনিসিয়ুস বাঁ উরুর পেশিতে চোট পেয়েছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে আগামী বুধবার রাতে অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে ভিনিসিয়ুসের খেলার সম্ভাবনা দেখছে না রিয়াল।

লা লিগা ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘রিয়ালের মেডিকেল সার্ভিসের পরীক্ষায় আজ আমাদের খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুসের বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিং চোট ধরা পড়েছে।’

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ভিনিসিয়ুসকে। শঙ্কাটা সত্য হলে, চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুল ম্যাচের পর আগামী ১০ ডিসেম্বর আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচেও ব্রাজিলিয়ান তারকাকে পাবে না রিয়াল।

লা লিগায় রোববার রাতে লেগানেসের বিপক্ষে রিয়ালের ৩-০ গোলের জয়ে পুরো সময় মাঠে ছিলেন ভিনিসিয়ুস। কিলিয়ান এমবাপ্পের করা প্রথম গোলের উৎসও ছিলেন তিনি। মাঠে তাঁর খেলার কোনো অস্বস্তি চোখে না পড়লেও স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, ড্রেসিংরুমে ফিরে অস্বস্তির কথা জানান ভিনি। এরপর স্থানীয় সময় আজ সকালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে রিয়ালের মেডিকেল দল।

ভিনির জন্য এই চোট নতুন না। গত মৌসুমেও দুবার একই চোটে পড়েছিলেন। এক মাস মাঠের বাইরে থাকলে লা লিগায়ও তিনটি ম্যাচ মিস করতে পারেন ভিনিসিয়ুস। ১ ডিসেম্বর হেতাফের মুখোমুখি হবে রিয়াল। এরপর ৫ ডিসেম্বর অ্যাথলেটিক বিলবাও, ৮ ডিসেম্বর জিরোনা ও ১৫ ডিসেম্বর রায়ো ভায়োকানোর মাঠে খেলতে যাবে রিয়াল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোটের খবর জানিয়ে ভিনিয়ুস পোস্টও করেছেন, ‘পাগলাটে সূচি...সুস্থ হতে।’

গত মৌসুমের মতো এবারও রিয়ালের হয়ে দারুণ খেলছেন ভিনিসিয়ুস। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের জার্সিতে ১৮ ম্যাচে করেছেন ১২ গোল। এ মৌসুমে মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত ভিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা।

আলটিমেটাম দিয়ে তাঁকে কিনতে কলকাতাকে ‘বাধ্য করেছেন’ ভেঙ্কটেশ আইয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋষভ পন্ত আর শ্রেয়াস আইয়ার;আইপিএল মেগা নিলামের প্রথম দিনে সবচেয়ে আলোচিত নাম এ দুটি। শ্রেয়াস ২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে বিক্রি হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যেই ২৭ কোটির নতুন রেকর্ড গড়েন পন্ত। তবে এই দুজনের বাইরেও বেশ আলোড়ন উঠেছে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে। ২৯ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে কিনতে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) খরচ করতে হয়েছে ২৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

ভেঙ্কটেশ ভালো খেলোয়াড় হলেও এত বেশি দাম পাওয়ার মতো খেলোয়াড় কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেকেরই। তবে প্রথম দিনের নিলাম অনুষ্ঠানের পর কেকেআরের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে, তাতে বিস্মিত হতে পারেন যে কেউই। ভেঙ্কটেশ নাকি কেকেআরকে আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, যে করেই হোক, তাঁকে নিতেই হবে!

কথাটা শুনতে হুমকি মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, জোর করেই বুঝি আবারও কলকাতায় ঢুকেছেন ভেঙ্কটেশ। কিন্তু ব্যাপারটা আদতে তা নয়। ভারতের হয়ে ২টি ওয়ানডে ও ৯টি টি-টোয়েন্টি খেলা এই বাঁহাতি সর্বশেষ মৌসুমেও কলকাতায় ছিলেন। এবার নির্ধারিত কোটার ৬ জনকে রিটেইন করে ভেঙ্কটেশকে ছেড়ে দিয়েছিল কলকাতা। তবে নিলাম থেকে তাঁকে আবার নিতে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের যথেষ্ট আগ্রহই ছিল।

কেকেআরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভেঙ্কি মাইসোর ক্রিকইনফোকে বলেন, ‘ভেঙ্কটেশকে ধরে রাখার ইচ্ছা ছিল আমাদের। ৬ জন আগেই রিটেইন করা হয়েছিল, নিলামের মাধ্যমে আরও ২-৩ জনকে নিয়েছি। কিন্তু ভেঙ্কটেশকে নিতে গিয়ে একটা পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে আমরা হয়তো নিতে পারব না।’

নিলামে কেকেআরের মতো ভেঙ্কটেশের প্রতি আগ্রহী ছিল রাজস্থান রয়্যালস। যে কারণে দাম বাড়ছিল তরতরিয়ে। এদিকে কলকাতার হাতে কোনো আরটিএমও (রাইট টু ম্যাচ) ছিল না যে অন্যদের সর্বোচ্চ দামের ওপর নিয়ে নিতে পারবে। যে কারণে নিলামে রাজস্থানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। আর সেটা করতে গিয়ে দাম ২০ কোটি পেরিয়ে ২৩ কোটি পর্যন্ত গড়ায়।

ভেঙ্কটেশের জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করার পেছনে তাঁর দেওয়া আলটিমেটামের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে জানান কেকেআর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ‘আমরা যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, তারও আগে ২০২১ সালে যখন ফাইনাল খেলেছি, তখন সে ভালো খেলেছিল। এত দিনে আমাদের এই দলটির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েছে উঠেছে সে। (নিলামের আগে) আমাদের আলটিমেটাম দিয়ে বলেছিল, ‘‘তোমরা আমাকে না নিলে আমি খুব দুঃখ পাব।’’ আমরা ওকে দুঃখ দিতে চাইনি। ওকে নিতে পেরে আমরা খুশিই।’

এবারের নিলামের আগে রিংকু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইন, হর্ষিত রানা ও রমনদীপ সিংকে ধরে রেখেছে কলকাতা। মেগা নিলাম থেকে প্রথম দিনে নিয়েছে ভেঙ্কটেশ আইয়ার, বৈভব অরোরা, আনরিখ নর্কিয়া, কুইন্টন ডি কক, অংক্রিশ রঘুবংশী, রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও মায়াঙ্ক মারকান্দেকে।

১৩ বছর বয়সেই আইপিএলে নিলামে কোটিপতি সূর্যবংশী

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক বছরে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে মোট ৪৯টি সেঞ্চুরি করা ১৩ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর নামটা আইপিএল নিলামে থাকাই ছিল বড় চমক। সেই চমক আরও বাড়িয়ে দিয়ে বিহারের এই ক্রিকেটারকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকাতে কিনে নিল রাজস্থান রয়্যালস। তার ভিত্তি মূল্য ছিল ৩০ লাখ। রাজস্থানের পাশাপাশি তাকে পাওয়ার লড়াইয়ে নামে দিল্লিও। তবে ১ কোটি পর্যন্ত দাম বলে থেমে যায় দিল্লি। আরও ১০ লাখ বাড়িয়ে বৈভব সূর্যবংশীকে পেয়ে যায় রাজস্থান।

ভারতীয় ক্রিকেটে বৈভব সূর্যবংশীর নামটা বহুবার উচ্চারিত

হয়েছে। এই বয়সেই খেলেছে ভারতের অনূর্ধ্ব,১৯ টেস্ট দলে। গত মাসে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব,১৯ দলের বিপক্ষে করেছে ৫৮ বলে সেঞ্চুরি, যুব টেস্টের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় দ্রুততম এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**